ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে
ঈদের তাকবীর

ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর

প্রকাশক:
হাফেয মুকাররম
বাউসা হেদাতীপাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

প্রকাশকাল:
ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃঃ
ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা
সফর ১৪৩০ হিজরী

কম্পোজ:
আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণে:
সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬১৮৪২।

নির্ধারিত মূল্য: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র।

SOHIH HADITHER KOSTI PATHORE EADER TAKBIR By Muzaffar Bin Mohsin. ***Published by:*** *Hafiz Mukarram, Bausha Hedatipara, Tethulia, Bagha, Rajshahi, February 2009. Mobile: 01715249694.*

Fixed Price: 15.00 only.

সূচীপত্র

ভূমিকা ০৪

প্রথম অধ্যায়

১. ছহীহ হাদীছের আলোকে ১২ তাকবীরের প্রমাণ সমূহ ০৫

২. ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত ছহীহ আছার সমূহ ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. ৬ (ছয়) তাকবীরের দাবীতে পেশকৃত বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ ১৭

২. ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ ২২

৩. একটি ব্যতিক্রমধর্মী অপকৌশল ২৬

৪. ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ ২৮

৫. বিভিন্ন ব্যক্তির নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ ২৯

৬. ইজমার দাবী ও তার ভিত্তি ৩২

৭. এক নযরে বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা ৩২

৮. ইমাম ত্বাহাবী ও তাঁর শারহু মা‘আনিল আছার সম্পর্কে দু‘টি কথা ৩৩

৯. যঈফ ও জাল হাদীছ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় ৩৪

১০. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত বই সম্পর্কে দু‘টি কথা ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়

১. ঈদের তাকবীর সম্পর্কে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ৩৮

২. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর আমল ও বক্তব্য ৩৯

৩. হাদীছের ইমামগণের বর্ণনা ও আমল ৪০

৪. দৃষ্টি আকর্ষণ ৪৪

উপসংহার ৪৪

পরিশিষ্ট

ঈদের ছালাতের কতিপয় যরূরী জ্ঞাতব্য ৪৫

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

ভূমিকা:

ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ’ল ‘ছালাত’। আল্লাহ তা‘আলা জিবরীল আমীনের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যেভাবে এই ছালাত শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*। তাই তাঁর মৌলিক বক্তব্য হ’ল- ‘তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’ *(বুখারী ১/৮৮, হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩, পৃঃ ৬৬)।* বর্তমানে তাঁকে সরাসরি দেখে ছালাত আদায় করার কোন সুযোগ নেই। সুতরাং তাঁর ছালাতের পদ্ধতি মোতাবেক ছালাত আদায় করতে হ’লে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ছহীহ হাদীছের দিকে। সেখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই আদায় করতে হবে। জাল-যঈফ কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের পদ্ধতিতে আদায় করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। উক্ত বক্তব্য অনুযায়ী ঈদের ছালাতও তাঁরই দেখানো পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে।

ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ ছাড়া ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। তবে ছহীহ ও যঈফ মিলে এর সংখ্যা আরো অনেক। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও নেই। এমনকি কোন যঈফ ও জাল হাদীছও নেই। ছাহাবীদের থেকেও ছয় তাকবীর উল্লেখিত কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বানের নামে যে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করা হয়, সেগুলোতেও সরাসরি ৬ তাকবীরের কথা উল্লেখ নেই; বরং কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছয় তাকবীর প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় মাত্র। এতদসত্ত্বেও সেগুলোর একটিও গ্রহণযোগ্য নয়। সবই যঈফ, জাল, মুনকার, মুযত্বারাব, মু‘যাল প্রভৃতি দোষে অভিযুক্ত।

৬ তাকবীরের পক্ষে বিভিন্ন লেখা আমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। অনেক লেখায় অযৌক্তিকভাবে ১২ তাকবীরের ছহীহ হাদীছ সমূহকে যঈফ বলার অপচেষ্টা করা হয়েছে এবং অতি কৌশলে কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে মহা সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাই হাদীছগুলোকে চূড়ান্ত মূলনীতির ভিত্তিতে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছি। মুসলিম সমাজ উক্ত বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যেন একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হ’তে পারে সেই মহান লক্ষ্যে আমাদের এই অগ্রযাত্রা। আমরা সকল প্রকার মাযহাবী সংকীর্ণতা ও ব্যক্তি মতের ঊর্ধ্বে থেকে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে বিষয়টি সুধী মহলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কারণ সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে ছহীহ দলীলের দিকে নিঃশর্তভাবে ফিরে যাওয়াই আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ *(সূরা নিসা ৫৯; নাহল ৪৩-৪৪)*। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত মূলনীতি গ্রহণ করলে কথিত মতবিরোধের সিংহভাগ হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। আগামীতে লেখাটি আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পাঠকদের জন্য আন্তরিক পরামর্শের দুয়ার খোলা রইল। বইটি প্রণয়নে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর ইমামুদ্দীন। এছাড়া আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!!

বিনীত
লেখক

ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর

প্রথম অধ্যায়

ছহীহ হাদীছের আলোকে ১২ তাকবীরের প্রমাণ সমূহ

(١) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِىْ الْعِيْدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً فِىْ الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِىْ الْأَخِيْرَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِىْ رِوَايَةٍ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلاَةِ.

(১) ‘আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতা হ’তে, তিনি তার দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আছ) হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে **১২** তাকবীর দিতেন। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই তিনি প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছালাতের তাকবীর’ ছাড়া’। অন্য হাদীছে এসেছে,

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِىْ الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘ঈদুল ফিতর-এর প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাক‘আতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর’।

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ) থেকে উক্ত দু’ধরনের বর্ণনা এসেছে। দারাকুৎনীতে পৃথক পৃথক তিনটি সনদে বর্ণিত হয়েছে,[১] বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরাতে দু’টি,[২] তারীখে বাগদাদে একটি,[৩] আবুদাঊদে দু’টি,[৪] ইবনু মাজাতে একটি,[৫] মুসনাদে আহমাদে একটি,[৬] মুছান্নাফ ইবনে আবী

*   *মাসিক আত-তাহরীক, ১০ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৬ সংখ্যা প্রকাশিত- প্রকাশক।*

১. *ইমাম আলী ইবনু ওমর আদ-দারাকুৎনী, সুনানুদ দারাকুৎনী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৬/১৪১৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, হা/১৭১২, ১৭১৩ ও ১৭১৪।*

২. *ইমাম বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, তাহক্বীক্ব: আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৪), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-৪০৪, হা/৬১৭১ ও ৬১৭২।*

৩. *তারীখে বাগদাদ ৪/৪৭৬।*

৪. *ইমাম আবুদাঊদ, সুনানু আবীদাঊদ (দেওবন্দ: আছাহহুল মাতাবে‘, ১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ১৬৩, হা/১১৫১ ও ১১৫২।*

৫. *ইমাম ইবনু মাজাহ, সুনানু ইবনে মাজাহ (দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপু, ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৯১, হা/১২৬৩।*

৬. *ইমাম আহমাদ, মুসনাদে আহমাদ (মিসর: দারুল মা‘আরিফ, ১৯৭২/১৩৯৯), ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫ (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০), হা/৬৬৮৮।*

শায়বাতে একটি,[৭] মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে একটি[৮] এবং ত্বাহাবীতে একটি।[৯] এছাড়াও ফিরইয়াবী[১০] এবং ইবনুল জারূদের মুনতাক্বা[১১] সহ **১০**-এর অধিক হাদীছ গ্রন্থে **১৫**টিরও বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যার সবগুলোই ছহীহ।

বিশুদ্ধতার প্রমাণ: হাদীছটি অকাট্যভাবে ছহীহ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ) বলেন, صَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلِىٌّ وَالْبُخَارِىُّ ‘হাদীছটিকে ইমাম আহমাদ, আলী (১৬১-২৩৪ হিঃ) (ইবনুল মাদীনী, যিনি ইমাম বুখারীর শিক্ষক) এবং ইমাম বুখারী ছহীহ বলেছেন’।[১২] ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬হিঃ) অন্যত্র বলেছেন, ‘হাদীছটি অবশ্যই ছহীহ’। ইমাম তিরমিযী, বায়হাক্বী, নববী, শাওকানীও একই কথা বলেছেন।[১৩] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) হাদীছটি তার ‘মুসনাদে’ উল্লেখ করে বলেন, وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا ‘আমিও এর প্রতি আমল করি’।[১৪] হাফেয ইরাক্বী বলেন, ‘এই হাদীছের সনদ উত্তম’।[১৫] ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬) বলেন,

حَدِيْثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ.

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ)-এর এই হাদীছ ছহীহ। আবুদাঊদ সহ অন্যান্যরা হাসান সনদ সমূহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন’।[১৬]

তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘আল-আরফুশ শাযী’ প্রণেতা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (১২৯২-১৩৫২হিঃ) বলেন,

أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ ص١٧١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ قَوِىٍّ صَحَّحَهُ الْبُخَارِىُّ.

৭. *ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ আল-কূফী, আল-মুছান্নাফ ফিল আহাদীছ ওয়াল আছার, তাহক্বীক্ব: সাঈদ মুহাম্মাদ আল-লাহহাম (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৯/১৪০৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*

৮. *ইমাম আবুবকর আব্দুর রাযযাক আছ-ছান‘আনী (১২৬-২১১হিঃ), আল-মুছান্নাফ (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৩/১৪০৩), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯২, হা/৫৬৭৭।*

৯. *ইমাম আবু জা‘ফর আত-ত্বাহাবী, শারহু মা‘আনিল আছার (দেওবন্দ: গাযালী বুক ডিপু, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮।*

১০. *ফিরইয়াবী, পৃঃ ১৩২।*

১১. *ইমাম ইবনুল জারূদ (মৃঃ ৩০৭হিঃ), কিতাবুল মুনতাক্বা (বৈরুত: দারুল কলাম, ১৯৮৭/১৪০৭), পৃঃ ১১৩, হা/২৬২।*

১২. *ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদীছির রাফঈল কাবীর (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৮/১৪১৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০০, হা/৬৯১।*

১৩. إِنَّهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ *-ইমাম নববী, আল-খুলাছাহ; ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার মিন আহাদীছি সাইয়িদিল আখইয়ার শরহে মুনতাক্বাল আখবার (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭-৯৮।*

১৪. *মুসনাদে আহমাদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৫ (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০), হা/৬৬৮৮।*

১৫. إِسْنَادُهُ صَالِحٌ *-নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।*

১৬. *ইমাম নববী, আল-মাজমূঊ ৫/১৬ পৃঃ।*

'ইমাম আবুদাউদ **১৭১** পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে শক্তিশালী সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যাকে ইমাম বুখারী ছহীহ বলেছেন'।[১৭] তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী গ্রন্থকার বলেন,

وَهُوَ حَدِيْثٌ مَرْفُوْعٌ حَقِيْقَةً وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ صَالِحٌ لِلْاحْتِجَاجِ.

'এটি প্রকৃতপক্ষেই মারফূ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ। দলীল গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত'[১৮] আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (মৃঃ **১৯৯৪**) বলেন,

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أَوْ حَسَنٌ صَالِحٌ لِلْاحْتِجَاجِ.

'এই হাদীছটি ছহীহ অথবা হাসান, দলীলের জন্য উপযুক্ত'।[১৯]

মুসনাদে আহমাদের টীকাকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৮৯২-১৯৫৮ খৃ:) বলেন, 'হাদীছটির সনদ ছহীহ'।[২০] বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)ও উক্ত হাদীছের প্রত্যেক সনদকে ছহীহ বলেছেন।[২১] মুহাদ্দিছ শু'আইব আরনাঊত্ব সর্বশেষ বিশ্লেষণে বলেন, 'এই হাদীছের সনদ হাসান'।[২২]

জ্ঞাতব্য: উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান আত-ত্বায়েফী নামক রাবী আছেন। যাকে দু'একজন মুহাদ্দিছ কখনো দুর্বল আবার কখনো শক্তিশালী বলেছেন। আর এই অনুল্লেখযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য মন্তব্যের কারণে দলীয় সংকীর্ণতায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত এই ছহীহ হাদীছটিকে যঈফ বলার অপচেষ্টা করা হয়েছে। জগতশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যগুলো মোটেও দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। অথচ উক্ত রাবীর ব্যাপারেও মুহাদ্দিছগণ বলিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী বলেন,

وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فِىْ هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيْحٌ.

---

১৭. *মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী, (দেওবন্দ: ইসলামী কুতুব, তাবি), পৃঃ ১১৭।*

১৮. *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪১০/১৯৯০), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮, হা/৫৩৪-এ আলোচনা দ্রঃ।*

১৯. *শায়খ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতিল মাছাবীহ (বেনারস: জামি'আ সালাফিয়া, ১৯৭৪/১৩৯৪), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭, হা/১৪৫০-এর ব্যাখ্যা।*

২০. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ *-মুসনাদে আহমাদ, ১০/১৬৫, হা/৬৬৮৮।*

২১. *মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহ সুনানে আবুদাঊদ (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮/১৪১৯), হা/১১৫১ ও ১১৫২; আলবানী, ছহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৭/১৪১৭), হা/১০৬৩; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫/১৪০৫), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮-১০৯, হা/৬৩৯।*

২২. إسناده حسن *-তাহক্বীক্ব: মুসনাদে আহমাদ ২/১৮০ পৃঃ, হা/৬৬৮৮।*

'এ বিষয়ে আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে আব্দুর রহমান আত্ব-ত্বায়েফীর বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ'।[২৩] ইমাম যাহাবী (রহঃ) তাকে শক্তিশালী সাব্যস্ত করে বলেছেন, 'ইবনু হিব্বান তাকে শক্তিশালী রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন'।[২৪] এছাড়া তিনি ইবনু আদীর মন্তব্য উল্লেখ্য করে বলেন,

أَمَّا سَائِرُ حَدِ يْثِهِ فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهِىَ مُسْتَقِيْمَةٌ.

'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত ত্বায়েফীর সমস্ত হাদীছই সুদৃঢ়'।[২৫] মুহাদ্দিছ আজালীও তাকে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন।[২৬] এছাড়াও ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) ত্বায়েফীর হাদীছকে ছহীহ মুসলিমে স্থান দিয়েছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'মুসলিমে তাঁর একটি হাদীছ রয়েছে'।[২৭] মূলকথা হ'ল ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যে উক্ত হাদীছটিই সর্বাধিক ছহীহ। তাই ছাহেবে তুহফা বলেন,

إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَصَحُّ شَيْءٍ فِىْ هَذَا الْبَابِ.

'স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল- ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীছটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ'।

অতএব উক্ত হাদীছটি সর্বসম্মতিক্রমে অকাট্যভাবে ছহীহ। এরপরও কেউ যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর সমালোচনা করে তাহ'লে নিঃসন্দেহে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতকে অবমাননা করা হবে। তাই কুরআন-সুন্নাহর নিরপেক্ষ অনুসারীদের উপর উক্ত সমালোচনা কোনই প্রভাব ফেলবে না। যেমন ছাহেবে মির'আত পরিস্কার বলে দিয়েছেন,

وَلَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إِلَى ذِكْرِ كَلَامِهِمْ ثُمَّ إِلَى الرَّدِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَا صَحَّحَهُ أَئِمَّةُ هَـذَا الـشَّأْنِ الْجَهَابِذَةِ النَّقَّادِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىِّ وَالْبُخَارِىُّ وَاحْتَجَّ بِهِ الْأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُوْنَ.

'এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী সহ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের ন্যায় রিজালশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ তাকে ছহীহ সাব্যস্ত করার পর বিরোধীদের বক্তব্য উল্লেখ করা এবং তা খণ্ডন করার কোনই প্রয়োজন নেই'।[২৮]

(٢) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِـشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِىْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَىْ الرُّكُوْعِ.

---

২৩. *বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪ হা/৬১৭৩।*

২৪. ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ الثِّقَـاتِ *-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ বিন ওছমান আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুত: দারুল মা'রেফা তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২।*

২৫. *মীযানুল ই'তিদাল ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২।*

২৬. *ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫), ৫/২৩৫।*

২৭. لَهُ فِىْ مُسْلِم حَدِيْثٌ وَاحِدٌ *-তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।*

২৮. *মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭।*

(২) ‘আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন’। হাদীছটি উপরিউক্ত ধারাবাহিক সনদে আবুদাঊদ,[২৯] ইবনু মাজাহ,[৩০] দারাকুৎনী,[৩১] বায়হাক্বী[৩২] এবং ত্বাহাবীতে দু’টি[৩৩] সহ ৬টির বেশী হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটির সনদ ছহীহ। যদিও এর সনদে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী‘আহ’ রয়েছেন। কারণ তার সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হ’ল- আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব যদি ইবনু লাহী‘আহ থেকে আর তিনি যদি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, তাহ’লে তা ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে। আলোচ্য হাদীছটি উক্ত ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়েছে।

মূল ঘটনা হ’ল- শেষ জীবনে ইবনু লাহী‘আর বাড়ীতে আগুন লাগার কারণে তার কাছে সংরক্ষিত হাদীছের নুসখার বিভিন্ন অংশ পুড়ে যায়। সেই থেকে তার বর্ণনায় এলোমেলো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] কিন্তু উক্ত ঘটনার পূর্বের হাদীছগুলো মুহাদ্দিছগণের নিকটে ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত। আর সনদে বর্ণিত ইবনু ওয়াহাব যেমন ইবনু লাহী‘আহ থেকে উক্ত ঘটনার পূর্বে বর্ণনা করেছেন, তেমনি ইবনু লাহী‘আহও খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে পূর্বেই হাদীছ শুনেছেন। ফলে এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে ছহীহ। আবার উক্ত ধারাবাহিক সনদ ও শর্ত ছাড়া যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তা মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ বলে প্রমাণিত। মুহাদ্দিছ আব্দুল গণী বিন সাঈদ আল-আযদী বলেন,

إِذَا رَوَى الْعَبَادِلَةُ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ فَهُوَ صَحِيْحٌ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ وَهْبٍ وَالْمُقْرِئُ وَذَكَرَ السَّاجِيُّ وَغَيْرُهُ مِثْلَهُ.

‘ইবনু লাহী‘আহ থেকে যখন ‘আবাদিলাহ’ অর্থাৎ ইবনুল মুবারক, ইবনু ওয়াহাব এবং মুক্বাররী বর্ণনা করবেন তখন তা ছহীহ সাব্যস্ত হবে’। ইমাম সাজী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৩৫] ইবনু হিব্বান বলেন,

وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُوْلُوْنَ سَمَاعُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ مِثْلَ الْعَبَادِلَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ فَسَمَاعُهُمْ صَحِيْحٌ.

‘আমাদের সাথীরা বলতেন, ‘ইবনু লাহী‘আর কিতাব-পত্র পুড়ে যাওয়ার পূর্বে ‘আবাদিলাহ’ অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুক্বাররী এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কা‘নাবীর ন্যায় যারা তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণিত হাদীছ ছহীহ’।[৩৬]

---

২৯. *আবুদাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩, হা/১১৫০।*
৩০. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১০৬৫।*
৩১. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, হা/১৭১০।*
৩২. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৫।*
৩৩. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।*
৩৪. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়া: দারুর রশীদ, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃঃ ৩১৯;, রাবী নং ৩৫৬৩।*
৩৫. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪।*
৩৬. *মীযানুল ই‘তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮২।*

ইবনুল ফাল্লাস বলেন,

مَنْ كَتَبَ عَنْهُ قَبْلَ إِحْرَاقِهَا مِثْلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالْمُقْرِئِ فَسَمَاعُهُمْ أَصَحُّ.

‘ইবনু লাহী‘আর কিতাব-পত্র পুড়ে যাওয়ার পূর্বেই যারা তার থেকে ইবনুল মুবারক ও মুক্বাররীর ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের হাদীছ সর্বাধিক ছহীহ’। আবু যুর‘আহ, ইমাম নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণও অনুরূপ বলেছেন।[৩৭] এজন্যই ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীছের শেষে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন,

هَذَا هُوَ الْمَحْفُوْظُ لِأَنَّ ابْنَ وَهْبٍ قَدِيْمُ السَّمَاعِ مِنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ.

‘এই হাদীছ নিরাপদ, কেননা ইবনু লাহী‘আহ থেকে ইবনু ওয়াহাব অনেক পূর্বেই হাদীছ শুনেছেন’।[৩৮] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

اَلْأَرْجَحُ عِنْدِيْ رِوَايَتُهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لِأَنَّهَا رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ وَهِيَ صَحِيْحَةٌ.

‘আমার নিকট ইবনু শিহাব থেকে খালেদ ইবনু ইয়াযীদের হাদীছই সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য। কারণ তার থেকে ইবনু ওয়াহাবের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর সেটা অবশ্যই ছহীহ’।[৩৯]

দারাকুৎনীর মুহাক্কিক্ব মজদী বিন মানছূর আশ-শাওরী আলোচ্য হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, ‘এর সনদ হাসান’।[৪০] কিন্তু একই রাবী থেকে এর বিপরীত সনদে বর্ণিত অন্য দু’টি হাদীছকে তিনি যঈফ বলেছেন।[৪১] উক্ত হাদীছের তাহক্বীক্ব করতে গিয়ে মুহাদ্দিছ শু‘আইব আরনাঊত্ব বলেন, ‘এই হাদীছ হাসান’।[৪২] আলবানী (রহঃ) পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে সবশেষ মন্তব্য করেন ‘সুতরাং এর সনদ ছহীহ’।[৪৩]

উল্লেখ্য যে, **১২** তাকবীর সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) থেকে ২০টিরও বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে উপরিউক্ত ধারাবাহিক সনদ ছাড়াও ইবনু লাহী‘আহ থেকে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- **১**টি আবুদাউদে,[৪৪] **২**টি হাকেমে,[৪৫] **১**টি বায়হাক্বীতে,[৪৬] **২**টি দারাকুৎনীতে[৪৭] এবং ত্বাবরাণী কবীরে[৪৮] বর্ণিত হয়েছে। যা সনদগতভাবে যঈফ। তাই ইমাম

---

৩৭. *মীযানুল ই‘তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭।*
৩৮. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৫-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৩৯. *ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮, হা/৬৩৯।*
৪০. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ *-দারাকুৎনী, হা/১৭১০।*
৪১. *দ্রঃ দারাকুৎনী, হা/১৭০৪ ও ১৭০৫।*
৪২. وهو حديث حسن *-মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব: শু‘আইব আরনাঊত্ব হা/২৪৪০৭, ৬/৬৫।*
৪৩. فَالْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ *-ইরওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*
৪৪. *আবুদাঊদ, পৃঃ ১৬৩, হা/১১৪৯।*
৪৫. *ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নীসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ-ছাহীহায়ন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮ হা/১১০৮ ও ১১০৯।*
৪৬. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৪।*
৪৭. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, হা/১৭০৪, ১৭০৫।*
৪৮. *আবু কাসেম আত-ত্বাবরাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর (আল-মাওছূল: মাকতাবাতুল উলূম ওয়া হিকাম, ১৯৮৩/১৪০৪), ৩/২৪৬, হা/৩২৯৮।*

বুখারীও যঈফ বলেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একই রাবী থেকে ছহীহ হাদীছ থাকার কারণে মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি অনুযায়ী শাওয়াহেদ হিসাবে হাদীছগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে। তাই তাঁরা এই হাদীছগুলোকেও ছহীহ বলেছেন।[৪৯] অতএব **১২** তাকবীর সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীছই ছহীহ। তাই সচেতন মহলকে ফাঁকি দিয়ে উক্ত হাদীছকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

(৩) عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّـــرَ فِـــىْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَالْأَخِرَةَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ.

(৩) কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ'তে তিনি তার দাদা (আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী বাদরী) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।

হাদীছটি তিরমিযীতে একটি সনদে[৫০] ইবনু মাজাতে একটি[৫১] ছহীহ ইবনে খুযায়মাতে দু'টি,[৫২] দারাকুৎনীতে একটি,[৫৩] বায়হাক্বীতে একটি,[৫৪] ত্বাহাবীতে একটি,[৫৫] শারহুস সুন্নাতে একটি[৫৬] এবং ইবনু আদী[৫৭] সহ ৮-এর অধিক হাদীছ গ্রন্থে **১০**টিরও বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি ছহীহ কিংবা হাসান। ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِيَ فِيْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'কাছীর কর্তৃক তার দাদার বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং এটিই ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সর্বাধিক সুন্দর বর্ণনা'।[৫৮] অন্যত্র তিনি বলেন,

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِيْ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ.

৪৯. *দ্রঃ ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৪৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১০৬৫; বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৮।*
৫০. *ইমাম তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী (দেওবন্দ: ইসলামী কুতুব, তাবি), পৃঃ ১/১১৯, হা/৫৪২।*
৫১. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১২৭৯।*
৫২. *ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ, ২/৩৪৬, হা/১৪৩৮ ও ১৪৩৯।*
৫৩. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭, হা/১৭১৫।*
৫৪. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, হা/৬১৭৩।*
৫৫. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড,পৃঃ ৩৯৯।*
৫৬. *ইমাম হুসাইন বিন মাসঊদ আল-বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৩/১৪০৩), ৪/৩০৮।*
৫৭. *ইবনু আদী, ২/২৭৩।*
৫৮. *তিরমিযী, পৃঃ ১/১১৯, হা/৫৩৬।*

'আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈদের ছালাতের তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক ছহীহ বর্ণনা আর নেই। আমিও এই **১২** তাকবীরের কথাই বলি'।[৫৯]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের রাবী কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ সমালোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে আরো ছহীহ হাদীছ থাকায় শাওয়াহেদ হিসাবে শক্তিশালী, তাই ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত বর্ণনা সমূহের মধ্যে এটাকেই সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন। সর্বশেষ তাহক্বীক্ব হিসাবে শায়খ আলবানীও শাওয়াহেদের কারণে ছহীহ তিরমিযী ও ছহীহ ইবনু মাজাতে হাদীছটিকে ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬০] অতএব এ হাদীছকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِيْ الْعِيْـــدَيْنِ فِـــيْ الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعُ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِيْ الْآخِيْرَةِ خَمْسُ تَكْبِيْرَاتٍ.

(৪) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুই ঈদের তাকবীর হবে- প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ'।

হাদীছটি তারীখে ইবনে আসাকির[৬১] এবং তারীখে বাগদাদে[৬২] বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ উক্ত হাদীছও ছহীহ। ইমাম আবুবকর খত্বীব বাগদাদী এই হাদীছকে ছহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৬৩] শায়খ আলবানী (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ এর সনদকে ছহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ত্বাহাবী, দারাকুৎনী ও মুসনাদে বাযযারে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং তিরযিমী ও হাকেম যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তার সনদ যঈফ। তবে উক্ত বিষয়ে একই রাবী থেকে ছহীহ হাদীছ থাকার কারণে শাওয়াহেদ হিসাবে ছহীহ।[৬৪]

(٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعَدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعَدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

(৫) আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ বলেন, আমার পিতা তার দাদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুআযযিন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত

৫৯. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, হা/৬১৭৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৬০. *ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১০৬৪।*
৬১. *তারীখে ইবনে আসাকির,১৫/১৬ পৃঃ হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫।*
৬২. *তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)।*
৬৩. *তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩।*
৬৪. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১০৬২।*

তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর।[৬৫]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি যঈফ। তবে শাওয়াহেদ হিসাবে ছহীহ।[৬৬]

(৬) আলী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত, হয়েছে, যা যিয়া মাক্বদেসী বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটিও ছহীহ পর্যায়ের। শায়খ আলবানী (রহঃ) উপরিউক্ত ৪, ৫ ও ৬ নং হাদীছগুলো পর্যালোচনা করে শেষে বলেছেন,

وَبِالْجُمْلَة فَالْحَدِيْثُ بِهَذِه الطُرُق صَحِيْحٌ وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ الصَّحَابَة.

‘মোটকথা এ সমস্ত সনদে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ। তাছাড়া ছাহাবীগণের আমলও একে আরো শক্তিশালী করেছে’।[৬৮]

(৭) عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْف عَنْ أَبِيْه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تُخْرَجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيْدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاث عَشرَةَ تَكْبِيْرَةً وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَـــرَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا وَرِضْوَانُهُ يَفْعَلَان ذَلكَ.

(৭) আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দুই ঈদের দিন বর্শা বের করা হত। অতঃপর তার দিক ঘুরে তিনি ছালাত পড়তেন। তিনি **১৩** টি তাকবীর দিতেন। আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) উভয়েই অনুরূপ করতেন।[৬৯]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি হাসান। হাসান ইবনু হাম্মাদ আল-বাজালী ছাড়া উক্ত হাদীছের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে তার সম্পর্কেও মুহাদ্দিছগণ মন্তব্য করেননি।[৭০]

(৮) عَنْ أَبِيْ وَاقد اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّـــاسِ يَـــوْمَ الْفطْـــر وَالْأَضْحَى فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَة الْأُوْلَى سَبْعًا وَقَرَأَ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَقَـــرَأَ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

(৮) আবী ওয়াক্বেদ আল-লায়ছী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনগণকে নিয়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করতেন। তিনি প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর বলতেন এবং সূরা ক্বাফ পড়তেন। আর দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর বলতেন এবং সূরা ক্বামার পড়তেন।[৭১]

---

৬৫. ইবনু মাজাহ হা/১২৭৭, ১/৩৮৪; মুস্তাদরাক হাকিম হা/৬৫৫৪, ৩/৭০৩, ‘ছাহাবা পরিচিতি’ অধ্যায়; বায়হাক্বী হা/৬১৭৮, ৩/৪০৬ পৃঃ; ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আদ-দারেমী, সুনানুদ দারেমী (দিমাস্ক: দারুল কলম, ১৯৯৬/১৪১৭), ১/৪০১, হা/১৫৬৭।

৬৬. ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।

৬৭. যিয়া মাক্বদেসী, আল-মুনতাক্বা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪; ইরওয়অউল গালীল ৩/১১০ পৃঃ।

৬৮. ইরওয়া ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।

৬৯. মুসনাদে বাযযার হা/১০২৩, ৩/২৩৪ পৃঃ; নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবুবকর আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২হিঃ), হা/৩২৪৪, ২/৪৪০।

৭০. দ্রঃ মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৪৪, ২/৪৪০।

৭১. তাবরাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৩২৯৮, ৩/২৪৬ পৃঃ; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৪৬, ২/৪৪০।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি ছহীহ। মুহাদ্দিছ হায়ছামী (রহঃ) বলেন, আবী ওয়াক্বেদ আল-লায়ছী বর্ণিত এই হাদীছ ছহীহ।[৭২]

(৯) عَنِ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ ثِنْتَيْ عَـــشَرَةَ تَكْبِيْرَةً فِي الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِي الْآخرَة خَمْسًا وَكَانَ يَذْهَبُ بِطَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى.

(৯) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের ছালাতে **১২** তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ। তিনি এক রাস্তা দিয়ে যেতেন অন্য রাস্তা দিয়ে আসতেন।[৭৩]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটির সনদে সুলায়মান বিন আরক্বাম থাকায় মারফূ‘ হিসাবে যঈফ। তবে মাওকূফ সনদে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যা ছহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছটি সামনে **১২** নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৪] ফলে এ হাদীছকে গ্রহণযোগ্য বলা যেতে পারে।

উপরিউক্ত হাদীছগুলো ছাড়াও **১২** তাকবীরে পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মারফূ সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে রয়েছে। ইবনু অব্দিল বার্র বলেন,

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيْرَةٍ حسَّان أَنَّهُ كَبَّرَ فِىْ الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا فِىْ الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِىْ الثَّانِيَة مِنْ حَدِيْث عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِىْ وَاقد وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىِّ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ قَوِىٍّ وَلَاضَعِيْفٍ خِلَافُ هَذَا وَهُوَ أَوْلَى مَا عَمِلَ بِه.

‘নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হ’তে অনেক হাদীছ হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইদায়নের ছালাতে প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। যা আব্দুল্লাহ বিন আমর, ইবনু ওমর, জাবের, আয়েশা, আবু ওয়াক্বেদ, আমর বিন আওফ প্রমুখের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এর বিপরীত কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি, তা শক্তিশালী সনদে হোক আর দুর্বল সনদে হোক। আর এটাই সর্বোত্তম, যার উপরে স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমল করেছেন’।[৭৫]

ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত ছহীহ আছার সমূহঃ

১২ তাকবীর সম্পর্কে ছহীহ সনদে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে যে সমস্ত আছার বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হ’ল-

---

৭২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৪৬, ২/৪৪০।

৭৩. ত্বাবরাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/১০৭০৮, ১০/২৯৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৪৫, ২/৪৪০।

৭৪. বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮০; ইবনু আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১; ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১।

৭৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৪/১৪০৪), ২/২৩৬; মাস‘আলা নং ১৪১৪; মির‘আতুল মাফাতীহ ৫/৫৩ পৃঃ।

(١٠) عَنْ مَالك عَنْ نَافعٍ مَوْلَى عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهدْتُ الْأَضْحَى وَالْفطْرَ مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِىْ الرَّكْعَة الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَات قَبْلَ الْقرَاءَة وَفِىْ الْآخرَة خَمْسَ تَكْبِيْرَات قَبْلَ الْقرَاءَة.

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর গোলাম নাফে‘ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন’।[৭৬]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ আছার সমূহের মধ্যে এর সনদ সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যাকে ইমাম মালেক, বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, শায়খ আলবানীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[৭৭] ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

لاَشَكَّ فِىْ صِحَّته مَوْقُوْفًا عَلَى أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

‘মওকূফ সূত্রে বর্ণিত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর এই হাদীছ ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই’।[৭৮] মুহাদ্দিছ শু‘আইব আরনাঊত্ব বলেন, ‘এই হাদীছের সনদ ছহীহ’।[৭৯]

(١١) عَنْ نَافعِ بْنِ أَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافعًا قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ التَّكْبِيْرُ فِىْ عِيْدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ.

(১১) নাফে‘ ইবনু আবী নু‘আইম বলেন, আমি নাফে‘ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেছেন, ‘দুই ঈদের তাকবীর হবে (প্রথম রাক‘আতে) সাত এবং (দ্বিতীয় রাক‘আতে) পাঁচ’।[৮০]

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ এর সনদও ছহীহ। আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘এর সনদ ছহীহ’।[৮১]

(١٢) عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِىْ عِيْدٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِىْ الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِىْ الْآخرَة.

(১২) আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, ‘ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক‘আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[৮২]

---

৭৬. *ইমাম মালেক বিন আনাস, আল-মুওয়াত্ত্বা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ১/১৮০ পৃঃ (১০৮-১০৯); ফিরইয়াবী ২/১৩৪; বায়হাক্বী ৩/৪০৬, হা/৬১৭৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৯; মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আবু আব্দুল্লাহ আশ-শাফেঈ, মুসনাদুশ শাফেঈ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ১/৭৬ পৃঃ, হা/৩৩৯; ত্বাহাবী ২/৩৯৯।*

৭৭. *দ্রঃ আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রাইয়াহ (রিয়ায ছাপা; ১৯৭৩), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; তালখীছুল হাবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১; ইরওয়া ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।*

৭৮. *আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা‘বূদ শরহে আবী দাঊদ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৪/১০।*

৭৯. *মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব: শু‘আইব আরনাঊত্ব হা/৮৬৬৪, ২/৩৫৬ পৃঃ।*

৮০. *ত্বাহাবী, ২/৩৯৯; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২/৮১।*

৮১. سنده صحيح *-ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।*

৮২. *ইবনু আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১; বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮০।*

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ এই আছারটির সনদও ছহীহ। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ‘এই সনদ ছহীহ’।[৮৩] আলবানী বলেন, ‘মুসলিমের শর্তানুযায়ী এর সনদ ছহীহ’।[৮৪]

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। তবে ১২ ও ১৩ তাকবীরের আছারই বেশী এবং মুহাদ্দিছগণের নিকটে সর্বাধিক ছহীহ।[৮৫] তাছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার সবই ১২ তাকবীরের পক্ষে।[৮৬] আর অন্যান্য বিরোধী বর্ণনাগুলো মূলতঃ কূফা ও বছরার অধিবাসীদের থেকে ইবনু আব্বাসের নামে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। এর কারণ হ’ল, তিনি কিছুদিন সেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

অন্যান্য ছাহাবী থেকেও বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে ১২ তাকবীরের পক্ষে বিশুদ্ধ আছার বর্ণিত হয়েছে।[৮৭] তবে ১২ তাকবীরের পক্ষে যঈফ আছারের সংখ্যা অনেক।[৮৮]

---

৮৩. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ *-বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।*

৮৪. سَنَدُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْط مُسْلم *-ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১)।*

৮৫. (وَالرِّوَايَةُ الْأُوْلَى أَصَحُّ عنْدىْ لجَلاَلَة عَطَاء وَحفْظه وَمُتَابعَة عَمَّار لَهُ) -ইরওয়া ৩/১১২।

৮৬. *দ্রঃ বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮১; ইবনু আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৩৬।*

৮৭. *বায়হাক্বী ৩/৪১১, হা/৬১৭৮।*

৮৮. *মুসনাদুশ শাফেঈ হা/৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ১/৭৬ পৃঃ; ফিরইয়াবী প্রভৃতি। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে আলোচনা দেখুন: প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ নিবন্ধ ‘তাকবীরাতুল ঈদায়ন’ -মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী ’৯৯; ঐ, ‘মাসায়েলে কুরবানী’ বই, যা বর্ধিত কলেবরে জানুয়ারী ২০05 সালে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাথে আলোচনা দেখুন: মাওলানা খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান রচিত ‘ঈদের সলাতে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস ৬ তাকবীরের হাদীস কোথায়’? শীর্ষক পুস্তক।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬ তাকবীরের দাবীতে পেশকৃত বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ

১২ তাকবীরের পক্ষে সরাসরি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও কোন্ দলীল বা কী কারণে ছয় তাকবীর চালু আছে তা জানা যরূরী। ছয় তাকবীরের প্রমাণে কিছু বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। তবে তার একটিও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি। তা ছহীহ, যঈফ কিংবা জাল হোক। এরপরও মুসলিম ঐক্যের মহান স্বার্থে সাধারণের সামনে সেই বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণ পূর্বক তুলে ধরতে চাই।

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম থেকে মুফতী জনাব মুজাফফর আহমদ ও মুফতী আহমাদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত এবং ফতোয়া বিভাগ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া হ'তে প্রচারিত 'বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ ও ইজমা দ্বারা ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের প্রমাণ' শিরোনামে একটি চটি পুস্তক একখানা পত্রসহ আমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তিকায় ছয় তাকবীর প্রমাণ করার জন্য মোট ৮টি বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। সেই সাথে ১২ তাকবীরের হাদীছকে বিভিন্ন কৌশলে যঈফ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়েছে। এতে দলীয় স্বার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'হানাফী মাজহাবের আনুমানিক শতকরা ৯০ ভাগ আহকাম ও মাসায়েল কুরআন-হাদীসের আলোকেই রচনা করা হয়েছে'। 'হানাফী মাজহাব অন্য মাজহাবের তুলনায় কুরআন-হাদীছের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মিল হয়ে থাকে' ইত্যাদি। 'দ্বীনি আকুল আবেদন' শীর্ষক একটি পত্রে আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ইমাম, খত্বীব, আলেমদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে যে, 'ইমাম আবু হানিফার অনুসরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষুদ্র জ্ঞানের নামধারি মৌলভীদের অনুসারী বানানোর অপচেষ্টা সফল হতে দিবেন না। নতুবা লা-মাজহাবিয়তের ফেতনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং মুসলিম জনগণ আসল ধর্ম বাদ দিয়ে নিজ নিজ পছন্দ মত ধর্ম পালন করতে আরম্ভ করবে' ইত্যাদি। জামিয়া শারঈয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা- ১২১৭ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে' নামে লিখিত একটি বই আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ৩৩৩-৩৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঈদের ছয় তাকবীরের পক্ষে বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। বাইতুল হিকমা পাবলিকেশান্স, মালিবাগ, ঢাকা কর্তৃক আগস্ট ২০০৩ সালে প্রকাশিত এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. খোন্দকার আ, ন, ম, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কর্তৃক লিখিত 'হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' নামক পুস্তকও এসেছে। মদীনা পাবলিকেশান্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে জুন ২০০২ সালে প্রকাশিত এবং মাওলানা মোঃ আবু বকর সিদ্দীক লিখিত 'হানাফীদের কয়েকটি জরুরী মাসায়েল' শীর্ষক একটি পুস্তকও আমরা পেয়েছি। সেখানে ৪৮ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিছু বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। নড়াইল, গওহরডাংগার হাফেজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত 'ঈদের নামাজে ছয় তাকবির না বার তাকবির' শিরোনামেও একটি লেখা প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় এধরনের অনেক লেখালেখি অব্যাহত রয়েছে। ফলে ছয় তাকবীরও বাজারে চালু আছে। তাই ছয় তাকবীরের উক্ত দাবী কতটুকু বাস্তব সম্মত তা আমরা পর্যালোচনা করতে চাই।

(١) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ سَالَ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِىْ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى كَذَالِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِىْ الْبَصْرَةِ حِيْنَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوْعَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ.

(১) সাঈদ ইবনুল 'আছ একদা আবু মূসা আল-আশ'আরী এবং হুযায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে কিভাবে তাকবীর দিতেন? তখন আবু মূসা আশ'আরী বললেন, জানাযার ছালাতের তাকবীরের ন্যায় নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার তাকবীর বলতেন। তারপর হুযায়ফা বলেন, আবু মূসা ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, যখন আমি বছরায় ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর দিয়ে ছালাত আদায় করতাম। আবু আয়েশা বলেন যে, এ সময় আমি সাঈদ ইবনুল আছ-এর নিকট বসে ছিলাম'।[১]

উক্ত বর্ণনার ব্যাপারে কল্পিত ব্যাখ্যা হ'ল- প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা সহ চার তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর।

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত ত্রুটি থাকায় তা নিতান্তই যঈফ। এমন বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। **প্রথমত:** বর্ণনাটিকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্বোন্ধিত করা হয়েছে, যা এর অন্যতম প্রধান ত্রুটি। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এধরণের কোন বর্ণনা নেই; বরং এটি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বক্তব্য, যা অত্যধিক প্রসিদ্ধ। এই ঘটনা সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বর্ণনা ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে নয়। সামনে এধরনের অনেক বর্ণনা আসবে। আবু হাতেম বলেন, 'এই হাদীছকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করার বিষয়টি কেউ সমর্থন করেননি'।[২] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন,

قَدْ خُوْلِفَ رَاوِى هَذَا الْحَدِيْثِ فِىْ مَوْضَعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِىْ رَفْعِه وَالْآخَرُ فِىْ جَوَابِ أَبِىْ مُوْسَى وَالْمَشْهُوْرُ فِىْ هَذِه الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ أَسْنَدُوْا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'এই হাদীছের রাবী দু'টি স্থানের কারণে বিরোধপূর্ণ বা অভিযুক্ত। এক- এই বর্ণনাকে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করা। দুই- আবু মূসার জওয়াব দেওয়া। প্রসিদ্ধ ঘটনা হ'ল- তারা এই বিষয়টি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিকট বললে তিনি উক্ত সমাধান দেন। কিন্তু ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) একে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি'।[৩] আল্লামা নীমভী হানাফীও অনুরূপ কথা বলেছেন[৪] আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন,

---

১. *আবুদাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩; ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০।*
২. وَلَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَى رَفْعِ هَذَا الْحَدِيْثِ *-মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতিল মাছাবীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।*
৩. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮-৪০৯, হা/৬১৮৩ 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়।*
৪. *মির'আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতিল মাছাবীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।*

فلاَ يَصْلُحُ هَذَا الْحَدِيْثُ لِلْاِسْتِدْلَالِ وَلَيْسَ فِىْ هَذَا حَدِيْثٌ مَرْفُوْعٌ صَحِيْحٌ فِىْ عِلْمِىْ.

'এই হাদীছ দলীলের যোগ্য নয়। আমার জানা মতে এ মর্মে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাসরি কোন ছহীহ মারফূ হাদীছ নেই'।[৫] অতএব উক্ত ঘটনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয়ত: এর সনদে দু'জন যঈফ রাবী আছে। (ক) একজন আবু আয়েশা। ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, 'আবু হুরায়রার সহচর আবু আয়েশা অজ্ঞাত ব্যক্তি'।[৬] ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, 'অপরিচিত বলে তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে'।[৭] ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেন, 'আমি তার অবস্থা সম্পর্কে জানি না'।[৮] ইমাম ইবনু হাযম তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন,

أَبُوْ عَائِشَةَ مَجْهُوْلٌ لاَيُدْرَى مَنْ هُوَ وَلاَيَعْرِفُهُ أَحَدٌ وَلاَتَصِحُّ عَنْهُ رِوَايَةٌ لِأَحَدٍ.

'আবু আয়েশা অজ্ঞাত ব্যক্তি, সে যে কে বা কেমন তা জানা যায় না, কেউই তাকে চেনেন না। তার পক্ষ থেকে কারো কোন বর্ণনা ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত হয়নি'।[৯]

ইবনু কুদামা ছাহেবে মুগনী (মৃতঃ ৩৩৪ হিঃ) বলেন,

حَدِيْثُ أَبِىْ مُوْسَى ضَعِيْفٌ يَرْوِيْهِ أَبُوْعَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوْفٍ.

'আবু মূসার হাদীছ যঈফ, যা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সহচর আবু আয়েশা বর্ণনা করেছে। সে অপরিচিত রাবী'।[১০] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ لِأَنَّ أَبَا عَائِشَةَ الْمَذْكُوْرَ غَيْرُ مَعْرُوْفٍ كَمَا قَالَ الذَّهَبِى.

'হাদীছটির সনদ যঈফ। কারণ উল্লিখিত আবু আয়েশা অপরিচিত। যেমনটি যাহাবীও বলেছেন'।[১১]

এছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার বাস্তব প্রমাণ হ'ল- আবু আয়েশা আবু হুরায়রার সহচর হওয়ার পরেও তার বিরোধী বর্ণনা করেছে। কারণ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ১২ তাকবীরের পক্ষে সর্বাধিক ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে। যাকে ইমাম মালেক, বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, শায়খ আলবানীসহ অন্যান্য সকল মুহাদ্দিছ ছহীহ বলেছেন।[১২]

(খ) আরেকজন রাবী হ'ল, আব্দুর রহমান ইবনু ছাবিত ইবনু ছাওবান। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, 'তার হাদীছগুলো ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় মুনকার। হাদীছ বর্ণনায় সে নির্ভরযোগ্য নয়'।[১৩] ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, 'সে দুর্বল। কখনো তিনি বলেছেন, সে শক্তিশালী

৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৭১।*
৬. أَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِأَبِىْ هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَعْرُوْف *-মীযানুল ই'তিদাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩, রাবী নং ১০৩৫১।*
৭. فيه مَجْهُوْلٌ *-আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রাইয়াহ (রিয়ায ছাপাঃ ১৯৭৩), ২/২১৫।*
৮. لاَ أَعْرَفُ حَالَهُ *- নাছবুর রাইয়াহ ২/২১৫।*
৯. *ইমাম ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।*
১০. *আল-মুগনী, ২/২৩৬।*
১১. *আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৪৪৩-এর টীকা দ্রঃ নং-৪; উল্লেখ্য, ইরওয়াউল গালীলেও তিনি এই বর্ণনা সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু আবুদাঊদের তাহক্বীক্বে 'হাসান ছহীহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তা সন্দেহ মুক্ত নয়।*
১২. *আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭; মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১০৮-১০৯; বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৬, হা/৬১৭৯; নাছবুর রাইয়াহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; তালখীছুল হাবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।*
১৩. أَحَادِيْثُهُ مَنَاكِيْرُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِىِّ فِي الْحَدِيْث *-ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৮; মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।*

নয়। আবার কখনো বলেছেন, নির্ভরযোগ্য নয়'।[১৪] ইবনু আদী বলেন, 'তার হাদীছ যঈফ গণ্য করেই বর্ণনা করা হয়'।[১৫] ইবনু মাঈন বলেন, সে যঈফ।[১৬] ইমাম বায়হাক্বী সুনানুল কুবরাতে এবং আল্লামা নীমভী হানাফী তার 'মা'আরেফুস সুনান' গ্রন্থে ইবনু মাঈনের উক্তি তুলে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন।[১৭] উক্ত দুইজন রাবী সম্বন্ধে এ ধরনের আরো অনেক মন্তব্য রয়েছে।

তৃতীয়ত: জানাযার চার তাকবীরের উপরে ঈদের তাকবীরকে ক্বিয়াস করে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিকভাবে ছয় তাকবীর প্রমাণ করা হয়েছে। অথচ তার দ্বারা কখনোই ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয় না। কারণ (১) জানাযার ছালাতে রুকূও নেই রাক'আতও নেই। পক্ষান্তরে ঈদের ছালাত দুই রাক'আত ও দুই রুকূ' বিশিষ্ট। তাহ'লে জানাযার চার তাকবীরকে কিভাবে ছয় তাকবীরে পরিণত করা যায়? তাকবীর তো মাত্র চারটি। সুতরাং ক্বিয়াস করতে হ'লে ঈদের দুই রাক'আতে দুই দুই করে চার তাকবীর ধরে নিতে হবে। তাতে ছয় তাকবীর হবে না। (২) যদি দুই রাক'আতেই চার তাকবীর করে ধরা হয় তাহ'লে এর সঙ্গে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর যোগ হবে না। কারণ উক্ত বর্ণনায় তা উল্লেখ নেই। তাছাড়া জানাযাতেও রুকূর তাকবীর বলে কোন তাকবীর নেই। এভাবেও ছয় হবে না বরং আট হবে। (৩) প্রথম রাক'আতে রুকূর তাকবীরকে বাদ দিয়ে তাকবীরে তাহরীমা সহ চার ধরা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে আর রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর ধরা হয় কেন? এটা কি সম্পূর্ণ মনগড়া ও অযৌক্তিক নয়? ১২ তাকবীরের একাধিক ছহীহ হাদীছ থাকতে এভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে ছয় তাকবীর প্রমাণ করার কী প্রয়োজন। ইবনু হাযম (রহঃ) তাই বলেন,

وَلَوْصَحَّ لَمَا كَانَ فِيْهِ لِلْحَنَفِيِّيْنَ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَايَقُوْلُوْنَ مِنْ أَرْبَعِ تَكْبِيْرَاتٍ فِىْ الْأُوْلَى بِتَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَرْبَعٌ فِىْ الثَّانِيَةِ بِتَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ وَلاَ أَنَّ الْأُوْلَى يُكَبِّرُ فِيْهَا قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَفِىْ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَائَةِ بَـــلْ ظَـــاهِرُهُ أَرْبَعٌ فِىْ كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ الصَّلَاةِ كُلِّهَا كَمَا فِىْ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ.

'উক্ত হাদীছ যদি ছহীহও হয় তবুও সেখানে হানাফীদের জন্য কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে চার আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর সহ চার তাকবীর মর্মে যে কথা তারা বলে থাকেন, তা তো জানাযার ছালাতে নেই। এছাড়া এটাও নেই যে, প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে। বরং এর স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল- (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর দুই তাকবীর ছাড়াই) ঈদের ছালাতের দুই রাক'আতেই চার চার করে তাকবীর দিতে হবে, যেমন জানাযার ছালাতে দেয়া হয়'।[১৮] আল্লামা শাওকানীও অনুরূপ বলেছেন।[১৯] তাছাড়া ঈদের ছালাত ও তার তাকবীরের ব্যাপারে স্বতন্ত্র অনেক ছহীহ হাদীছ থাকতে একটি পৃথক ছালাতকে ভিত্তিহীন বর্ণনার মাধ্যমে জানাযার উপর ক্বিয়াস করা স্বার্থসিদ্ধি বৈ কি? মূলকথা কোনভাবেই এর দ্বারা ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয় না।

১৪. ضعيفٌ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بثقة *-তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।*
১৫. يكتَبُ حَدِيْثهُ عَلَى ضُعْفِهٖ *-মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫১।*
১৬. *বিস্তারিত দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।*
১৭. *বায়হাক্বী, ৩/৪০৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮।*
১৮. *আল-মুহাল্লা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৭।*
১৯. *নায়লুল আওত্বার, ৩/২৯৯।*

অনুধাবনযোগ্য: বিভিন্ন ত্রুটিতে ভরপুর এমন বর্ণনা কিভাবে দলীলযোগ্য হ'তে পারে? অথচ নির্দিষ্ট ১২ তাকবীরের ব্যাপারে সরাসরি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বহু সংখ্যক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তাছাড়া এই বর্ণনায় তো ৬ তাকবীরের কথা উল্লেখ নেই।

(٢) انَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ لاَتَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِه وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ.

(২) ক্বাসেম আবু আব্দুর রহমান বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতিপয় ছাহাবী হাদীছ শুনিয়েছেন যে, একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে চার চার করে তাকবীর দিয়ে ঈদের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, ইহা জানাযার তাকবীরের ন্যায়, তোমরা ইহাকে ভুলনা। তারপর তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ রেখে অন্যান্য আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।[২০]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটি শুধু ইমাম ত্বাহাবী উল্লেখ করেছেন, অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে এটা পাওয়া যায় না। মাযহাবী মোহে ত্বাহাবী সহ আরো কেউ বর্ণনাটিকে হাসান বলতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়, বরং বিভিন্ন ত্রুটির কারণে তা নিতান্তই যঈফ, যা দলীল গ্রহণের একেবারেই অযোগ্য।

প্রথমত: এর সনদে দুইজন অভিযুক্ত রাবী আছে। (ক) ক্বাসেম ইবনু আব্দুর রহমান আবু আব্দুর রহমান শামী নামক রাবী যঈফ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'আলী ইবনু ইয়াযীদ কাসেম থেকে উদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছে। আর তার থেকে ছাড়া এরকম আর কাউকে বর্ণনা করতে দেখিনি।[২১] ইমাম আজলী (রহঃ) বলেন, 'সে শক্তিশালী নয়'।[২২] ইয়াকূব ইবনু শায়বাহ বলেন, 'যাদেরকে যঈফ সাব্যস্ত করা হয় সে তাদের মধ্যে একজন'।[২৩] ইবনু হাজার (রহঃ) সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছই তাকে 'অজ্ঞাত' বলে অভিযুক্ত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ, আবু হাতেম, ইবনু মাঈন (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ তার বর্ণিত হাদীছ সমূহকে ছহীহ হাদীছের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গিলাবী বলেন, 'সে হাদীছ বর্ণনায় অস্বীকৃত'।[২৪] কেউ কেউ তাকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ বলেছেন এবং হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয় বলে মন্তব্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সে মুনকার রাবী। এ সমস্ত ত্রুটির কারণে ইবনু হিব্বানের উক্তি তুলে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) চূড়ান্ত মন্তব্য করে বলেন,

قُلْتُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِىْ عَنِ الصَّحَابَةِ الْمُعْضَلاَتِ.

'আমার বক্তব্য হ'ল- ইবনু হিব্বান বলেছেন, ছাহাবীদের থেকে সে বিভ্রান্তিকর হাদীছ বর্ণনা করে থাকে'।[২৫]

২০. *ইমাম ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০০, 'অতিরিক্ত বিষয় সমূহ' অধ্যায়, 'দুই ঈদের তাকবীর' অনুচ্ছেদ।*
২১. رَوَى عَنْهُ عَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ أَعَاجِيْبَ وَمَا أَرَاهَا إِلَا مِنْ قِبَلِ الْقَاسِمِ-*মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩৭৩।*
২২. لَيْسَ بِالْقَوِى -*তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।*
২৩. مِنْهُمْ مَنْ يُّضَعِّفُهُ -*মীযানুল ই'তিদাল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩, রাবী নং ৬৮১৭।*
২৪. مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ *তাহযীবুত তাহযীব ৮/২৮১ পৃঃ।*
২৫. *বিস্তারিত দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১; মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩৭৩।*

(খ) ওয়াযীন বিন আত্বা নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। ইবনু সা'দ বলেন, 'সে হাদীছ বর্ণনায় যঈফ'।[২৬] ইবনু ক্বানে' বলেন, 'সে যঈফ'।[২৭] ইমাম জাওযজানী বলেন, 'হাদীছ বর্ণনায় সে অত্যন্ত দুর্বল'।[২৮] এটি সে এককভাবে বর্ণনা করেছে, আর কেউ বর্ণনা করেনি। ছাহেবে মির'আত তাই বলেন, 'সে হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল, স্মৃতি শক্তিতে খুবই খারাপ। তাছাড়া সে এটি এককভাবে বর্ণনা করেছে'।[২৯] ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার সম্পর্কে স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে অভিযোগ করেছেন।[৩০] অনেক ক্ষেত্রে সে যে ছহীহ হাদীছের বিপরীত বর্ণনা করেছে তা প্রমাণ করেই ইবনু হাজার আসক্বালানী তাকে মুনকার বলে চূড়ান্ত মন্তব্য করেছেন।[৩১] উল্লেখ্য, কেউ কেউ 'তার সমস্যা নেই' বলে নরম ভাষায় মন্তব্য করলেও উপরিউক্ত মন্তব্যগুলোর মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এমন রাবীর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত: এই বর্ণনাটিও মরফূ নয়। প্রথমোক্ত বর্ণনার ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণভাবে আব্দুর রহমান শামী থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাঈন বলেন, তার থেকে অনেকে হাদীছ বর্ণনা করলেও কোন মুহাদ্দিছই তা রাসূল পর্যন্ত নিয়ে যাননি।[৩২] কারণ পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে, 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর' এ মর্মে কোন মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

তৃতীয়ত: এ ধরণের বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই বলেই ইমাম ত্বাহাবী ছাড়া হাদীছের ইমামগণের মধ্যে অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি অথবা তাঁদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চতুর্থত: সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত সকল ছহীহ হাদীছের বিরোধী। অতএব ছহীহ হাদীছের বিপরীতে এমন ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এরপরও এতে ৬ তাকবীর প্রমাণিত হয়নি।

ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ:

(٣) عن كردوس عن ابن عباس قال لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن علقمة إلى ابن مسعود و أبى مسعود وحذيفة والأشعرى فقال لهم إن العيد غدا فكيف التكبير فقال عبد الله يقوم فيكبر أربع تكبيرات ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولامن قصارها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربع تكبيرات ثم يركع بالرابعة.

(৩) কুরদূস ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন ঈদের রাত আসল তখন তিনি ওয়ালীদকে ইবনু মাস'ঊদ, আবু মাস'ঊদ, হুযায়ফা ও আশ'আরী (রাঃ)-র নিকট পাঠালেন। ওয়ালীদ তাদেরকে বললেন, আগামীকাল ঈদ। কিভাবে তাকবীর দিতে হবে? আব্দুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) বললেন, ইমাম ছালাতে দাঁড়াবেন অতঃপর চার তাকবীর দিবেন এবং সূরা ফাতিহা পড়বেন ও মুফাছ্ছাল অংশ থেকে ক্বিরাআত পড়বেন। দীর্ঘ কিংবা ছোট কোন অংশ থেকে পড়বেন

২৬. كَانَ ضَعِيْفًا فِيْ الْحَدِيْثِ-*তাহযীবুত তাহযীব, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, রাবী নং ৭৭২৯।*
২৭. ضَعِيف -*তাহযীবুত তাহযীব, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭, রাবী নং ৭৭২৯।*
২৮. وَاهِىْ الْحَدِيْثِ -*মীযানুল ই'তিদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪, রাবী নং ৭৩৫২।*
২৯. وَاهِىْ الْحَدِيْثِ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِه.-*মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫০।*
৩০. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৫৮১, রাবী নং ৭৪০৮।*
৩১. *তাহযীবুত তাহযীব ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১০৭।*
৩২. (لا يرفعوها) -*তাহযীবুত তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮১।*

না। অতঃপর রুকূ করবেন তারপর দাঁড়াবেন ও ক্বিরাআত পড়বেন। যখন ক্বিরাআত থেকে ফারেগ হবেন কখন চার তাকবীর দিবেন। অতঃপর চতুর্থ তাকবীরে রুকূ করবেন। বর্ণনাটি ইবনু আবী শায়বাহ তার মুছান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনার পর তিনি কুরদূস থেকে একই রকম আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কুরদূস থেকে তাবরানী ও বায়হাক্বীতেও কয়েকটি বর্ণনা এসেছে। সবগুলোর বক্তব্য একই। তাই ভিন্ন ভিন্ন করে উল্লেখ করা হ'ল না।[৩৩]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: বর্ণনাটি বিভিন্নভাবে ক্রটিপূর্ণ। তাই যঈফ বলে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত: বর্ণনাটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়নি। এটি একজন ছাহাবীর আমল মাত্র, যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য ছাহাবীদের আমলের বিরোধী। দ্বিতীয়ত: এর সনদে করদূস নামে একজন দুর্বল রাবী আছে। ইমাম যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত।[৩৪] অনুরূপ ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পারেননি। যদিও তিনি মাকবুল বলেছেন।[৩৫] কিন্তু তিনিই উল্লেখ করেছেন, ইবনু আবী হাতেম বলেছেন তাতে ক্রটি রয়েছে।[৩৬] পূর্বের বর্ণনার মতই এর অবস্থা।

একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য: উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থা জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানের স্বার্থে এবং তাকবীর সংখ্যার ব্যাপারে উদারতার দৃষ্টিতে শিথিলতা দেখিয়েছেন এবং মুতাসাহেল ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে খুব কষ্ট করে তার পক্ষে মত দিয়েছেন। যদিও সর্বশেষ আলোচনায় **১২** তাকবীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৭] কিন্তু রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে বর্ণিত **১২** তাকবীরের ছহীহ বর্ণনাগুলোর কাছে এটা যে কিছুই নয়, তা সচেতন মহল ঠিকই উপলব্ধি করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। এর পরও সেখানে ৬ তাকবীরের অস্তিত্ব নেই।

(٤) عن إبراهيم أن أميرا الكوفة قال سفيان أحدهما سعيد بن العاصي وقال الآخر الوليد بن عقبة بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس فقال إن هذا العيد قد حضر فما ترون فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال يكبر تسعا تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقـــرأ سورة ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرا سورة ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن.

(৪) ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, কূফার দুই আমীর অর্থাৎ সুফিয়ান বলেন, তাদের একজন হলেন সাঈদ ইবনুল আছী কেউ বলেন, অন্য কেউ ওয়ালী ইবনু উক্ববাহকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান ও আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বললেন, ঈদ হাযির হয়েছে, আপনারা কী করবেন? তারা এ বিষয়টিকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ-এর দিকে সম্বোন্ধিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ৯ তাকবীর দিবে। প্রথম তাকবীরে ছালাত শুরু করবে। অতঃপর তিন তাকবীর দিবে। তারপর সূরা পড়বে আবার সূরা পড়বে এবং তাকবীর দিবে তারপর রুকূ করবে। অতঃপর দাঁড়াবে এবং ক্বিরাআত পড়ে চার তাকবীর। তার মধ্য থেকে এক তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে।[৩৮]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: বর্ণনাটি জাল বা মিথ্যা। প্রথমত: এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইবনুল জাওযী বলেন, মুগীরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৩৯] ইমাম

৩৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৯ পৃঃ; তাবরানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/৩০২; বায়হাক্বী হা/৬১৮৪, ৩/৪০১।*
৩৪. *মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪১১, রাবী নং ৬৯৫৬।*
৩৫. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪৬১।*
৩৬. *তাহযীবুত তাহযীব ৮/৩৭৬ পৃঃ।*
৩৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৯৭, ৬ খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃঃ ১২৫৯-৬৪।*
৩৮. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৮ পৃঃ; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬০।*
৩৯. إِنَّ الْمُغِيْرَةَ كَذَّبَهُ *-বায়হাক্বী ৩/৪১১, হা/৬১৮৬-এর টীকা দ্রঃ।*

বায়হাক্বী তাকে যঈফ বলেছেন।[৪০] মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেন, সে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল। শেষ কার্যক্রমে এলোমেলো করে ফেলেছে। আর সে ছিল মুর্জিয়া।[৪১] ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানীও অনেক ক্রটি উল্লেখ করেছেন। যদিও কেউ কেউ তার পক্ষে শিথিলতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন।[৪২] **দ্বিতীয়ত:** এটি একজন ছাহাবীর আমল মাত্র। যা রাসূলের আমলের সাথে তুলনীয় নয়। **তৃতীয়ত:** সমস্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

(٥) عن علقمة ان ابن مسعود وابا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهـــم ان هـــذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثـــل ذلـــك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليـــه وســـلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثـــل ذلـــك وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه.

(৫) আলক্বামা থেকে বর্ণিত, ইবনু মাস'ঊদ, আবু মূসা এবং হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিকটে ওয়ালীদ ইবনু উক্ববা একদা যান ঈদের পূর্বে। তিনি তাদেরকে বললেন, ঈদ আমাদের সামনে আগত, কিভাবে তাকবীর দিতে হবে? আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বললেন, তুমি ছালাতের শুরুতে এক তাকবীর দিবে এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা করবে ও রাসূলের উপর দরূদ পড়বে তারপর দু'আ করবে ও তাকবীর দিবে অতঃপর অনুরূপ করবে। তারপর তাকবীর দিবে ও অনুরূপ করবে। অতঃপর তাকবীর দিবে ও অনুরূপ করবে। অতঃপর ক্বিরাআত পড়বে ও রুকূ করবে। তারপর দাঁড়াবে ও ক্বিরাআত পড়বে ও তোমার প্রভুর প্রশংসা করবে এবং রাসূলের উপর দরূদ পড়বে ও দু'আ করবে। তারপর তাকবীর দিবে ও অনুরূপ করবে। তারপর তাকবীর দিবে ও অনুরূপ করবে। তারপর আবার তাকবীর দিবে ও অনুরূপ করবে। এটা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ কর্তৃক মওকূফ সুত্রে বর্ণিত।[৪৩]

গ্রহণযেগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটিও পূর্বের বর্ণনার ন্যায়। কারণ এর সনদেও আগের রাবী হাম্মাদ রয়েছে। তাছাড়া এটিও একজন ছাহাবীর আমল মাত্র। যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

(٦) عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود ابن يزيد قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعرى فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير فى الصلاة يوم الفطر والأضحى فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا فقال له حذيفة سل هذا لعبد الله بن مسعود فسأله فقال ابن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فى الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة.

(৬) আবু ইসহাক্ব আলক্বামা ও আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বসেছিলেন। তার কাছে হুযায়ফা ও আবু মূসা (রাঃ)ও ছিলেন। তখন সাঈদ ইবনু 'আছ তাদের দুইজনকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর পরস্পরকে বললেন, অমুককে জিজ্ঞেস করুন। তখন হুযায়ফা বললেন, ইবনু মাস'ঊদকে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, চার তাকবীর দিবে এবং ক্বিরাআত

৪০. *বায়হাক্বী হা ৩/৪১১।*
৪১. كَانَ ضَعِيْفًا فِى الْحَدِيْث وَاخْتَلَطَ فِىْ آخر أَمْره وَكَانَ مُرْجئًا*-বায়হাক্বী হা/৬১৮৬-এর টীকা দ্রঃ।*
৪২. *মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৫; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ১৭৮।*
৪৩. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৩/৪১০, হা/৬১৮৬; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬৩।*

পড়বে। তারপর তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়াবে এবং ক্বিরাআত পড়বে। আর ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর বলবে।[৪৪]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের। **প্রথমত:** এটি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য ছাহাবীর বিরোধী বর্ণনা। **দ্বিতীয়ত:** এর সনদেও অনেক ত্রুটি রয়েছে। আবু ইসহাক্ব নামে একজন বাজে রাবী আছে। সে হাদীছ জাল করত। উক্ত রাবীকে সকল মুহাদ্দিছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, 'সে যে সমস্ত কথা বর্ণনা করেছে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়'।[৪৫] ইমাম যাহাবী একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'এধরণের একটি বিরাট জাল হাদীছ সে বর্ণনা করেছে'। অর্থাৎ সে জাল হাদীছ বর্ণনাকারী।[৪৬]

(٧) عن الثورى عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر فى العيدين تسعًا تسعا، أربعا قبل القراة ثم كبر فركع وفى الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع.

(৭) আলক্বামা ও আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) দুই ঈদের ছালাতে ৯ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর, অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথমে ক্বিরাআত পড়তেন, তারপর চার তাকবীর বলে রুকূ করতেন।[৪৭]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটিও জাল পর্যায়ের। আবু ইসহাক্ব নামক রাবী মুনকার। সে ছহীহ হাদীছের বিপরীত জাল হাদীছ বর্ণনাকারী।[৪৮] তাছাড়া এটি ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল হিসাবে তাঁর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এটি সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত সমস্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

(٨) عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الأولى خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة وبتكبيرة الاستفتاح وفى الركعة أربعة بتكبيرة الركعة.

(৮) আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথম রাক'আতে রুকূ ও তাহরীমার তাকবীরসহ মোট পাঁচ তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীরসহ চার তাকবীর।[৪৯]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আব্দুল করীম বিন আবুল মুখারিক নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। প্রায় সকল মুহাদ্দিছ তাকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৫০] তাছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী।

(٩) عن أبى عطية عن عبد الله قال التكبير فى العيدين أربعا كالصلاة على الميت.

৪৪. *মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৩ পৃঃ।*
৪৫. لاَيَجُوْزُ الْاحْتِجَاجُ بِمَا رَوَى. *-মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৮৮।*
৪৬. *দ্রঃ মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৮৮-৪৯০।*
৪৭. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৩, হা/৫৬৮৬; ই'লাউস সুনান ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮, হা/২১৩০।*
৪৮. *মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৪৮৮।*
৪৯. *মুছান্নাফে ইবনে আব্দুর রাযযাক, ৩য় খন্ড, ২৯৩ পৃঃ, হা/৫৬৮৫।*
৫০. *মীযানুল ই'তিদাল ২/৬৪৬ পৃঃ; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩৬১।*

(৯) আবু আত্বিয়া আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ঈদায়েনের ছালাতে জানাযার ন্যায় চার তাকবীর দিতে হবে।[৫১]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের। এর সনদে আবু নু'আইম নাখঈ অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনু হানী নামে একজন ত্রুটিপূর্ণ রাবী আছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইমাম যাহাবী মুনকার বলেছেন।[৫২]

(١٠) عن مسروق قال كان عبد الله يعلمنا التكبير فى العيدين تسع تكبيرات خمس فى الأولى وأربع فى الأخرة ويوالى بين القرائتين.

(১০) মাসরূক্ব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) আমাদেরকে দুই ঈদের তাকবীর নয়টি শিক্ষা দিতেন। প্রথমে পাঁচটি অতঃপর চারটি। উক্ত তাকবীর দুই ক্বিরাআতের মাঝে পর্যায়ক্রমে দিতেন।[৫৩]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাও যঈফ। এর সনদে মুজালিদ বিন সাঈদ আল-হামদানী নামে দুর্বল রাবী আছে। ইবনু মাঈনসহ অন্যরা বলেছেন, তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না।[৫৪] ইমাম নাসাঈ বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। দারাকুৎনী তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ তাকে যঈফ বলতেন। কেউ কেউ শী'আ বলে অভিযোগ করেছেন।[৫৫] ইমাম যাহাবী বলেছেন, সে হাদীছ জালকারী।[৫৬]

একটি ব্যতিক্রমধর্মী অপকৌশল:

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর মত ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা ত্বাহাবীতে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ৩+৩=৬ তাকবীরের কথা এসেছে। অথচ উক্ত বর্ণনা কেউই কোন বইয়ে উল্লেখ করেননি। এ রহস্য আমাদের অজানা।

(١١) عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن سعيد بن العاص رضى الله عنه دعا يوم عيد فدعا الأشعرى وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهم فقال إن اليوم عيدكم فكيف أصلى قال حذيفة سل الأشعرى و قال الأشعرى سل عبد الله فقال عبد الله تكبر و ذكر الحديث وهو يكبر تكبيرة ويفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر تكبيرة يركع بها.

(১১) ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনুল আছ (রাঃ) এক ঈদের দিনে আশ'আরী, ইবনু মাস'ঊদ ও হুযায়ফা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আজকে তোমাদের ঈদ। আমি কিভাবে ছালাত আদায় করব? হুযায়ফা বললেন, আশ'আরীকে জিজ্ঞেস করুন। আশ'আরী বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে জিজ্ঞেস করুন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, এভাবে তাকবীর দিবে মর্মে হাদীছটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ তিনি এক তাকবীর দিয়ে

৫১. *তাবরানী, মু'জামুল কাবীর ৮/২৪৫, হা/৯৪০৭; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬৬-৬৭।*
৫২. *মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৯৫, ৪/৫৮০ ও ২/৩২৭ পৃঃ।*
৫৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে ২/৭৮ পৃঃ।*
৫৪. فقال ابن معين وغيره لايحتج به *-মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৩৮।*
৫৫. وقال النسائ ليس بالقوى وذكر الأسج أنه شيعى وقال الدراقطنى ضعيف وقال البخارى كان يحيى بن سعيد يضعفه - *মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
৫৬. *মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৩৮ পৃঃ।*

ছালাত শুরু করলেন। অতঃপর তিন তাকবীর দিলেন এবং ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর এক তাকবীর দিয়ে রুকূ‘ করলেন। অতঃপর সিজদা করলেন এবং দাঁড়িয়ে ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর তিন তাকবীর দিলেন। অতঃপর আরো এক তাকবীর দিয়ে রুকূ‘ করলেন।[৫৭]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: প্রথমত: বর্ণনাটি কেবল ত্বাহাবীতে এসেছে। অন্য কোন মুহাদ্দিছ এটি বর্ণনা করেননি, গ্রহণও করেননি। **দ্বিতীয়ত:** সনদের দিক থেকেও বর্ণনাটি একেবারেই বাজে। এই সনদেও পূর্বোক্ত বর্ণনার রাবী আবু ইসহাক্ব রয়েছে। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী জাল হাদীছ বর্ণনাকারী বলেই মুহাদ্দিছগণ তাকে মুনকার রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, لاَيَجُـــوْزُ الْاحْتِجَاجُ بِمَا رَوَى. ‘সে যে সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়’।[৫৮] উক্ত বর্ণনার রাবী যুহায়র ইবনু মু‘আবিয়া সম্পর্কে রিজালবিদগণ বলেন, তিনি আবু ইসহাক্ব হ’তে যত হাদীছ বর্ণনা করেছেন সবই ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৫৯] এছাড়া ইবরাহীম ইবনু আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়স নামে কোন রাবী রিজালশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এ নামটি ত্বাহাবীতে কিভাবে যুক্ত হয়েছে তা অজানা। তবে ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ ও ইবরাহীম বিন আব্দুল্লাহ বিন খালেদ নামে দু’জন রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস হ’তে বর্ণনা করেছে মর্মে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত দু’জনের মধ্যে প্রথম জন অপরিচিত আর দ্বিতীয় জন মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী বলেন, قلتُ هَذَا رَجُلٌ كَـــذَّابٌ ‘এই ব্যক্তি চরম মিথ্যুক’। ইবনু হিব্বান বলেন, أَحَادِيْثُهُ مَوْضُوْعَةٌ ‘তার হাদীছগুলো জাল’।[৬০]

তৃতীয়ত: এটি ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর আমল বলে তার নামে বর্ণনা করা হয়েছে। যা রাসূলের আমলের স্পষ্ট বিরোধী। এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সর্বপ্রথমে আলোচিত আবু আয়েশা বর্ণিত ঘটনাটি আসলে ইবনু মাস‘ঊদের। আর ঐ ঘটনার সাথে এই ঘটনার যেমন বর্ণনাগত মিল নেই, তেমনি সংখ্যাগতও কোন মিল নেই। সেই সাথে এটা দলীল হিসাবে পেশ করায় ৪ তাকবীর ও ৯ তাকবীর সংক্রান্ত যত বর্ণনা সবই অকেজ হয়ে যায়। কারণ এটা ঐ বর্ণনাগুলোর সরাসরি বিরোধী। এ সমস্ত কারণেই এই বর্ণনাটি ত্বাহাবীতে থাকলেও হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা একে দলীল হিসাবে কখনোই পেশ করেন না। এটাই ব্যতিক্রমধর্মী অপকৌশল।

চতুর্থত: ইবনু মাস‘ঊদের আছারগুলো পরস্পর বিরোধী। যেমন- কখনো এসেছে জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর, যা **১ম** নং বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে। আবার কখনো এসেছে ৮ তাকবীর।[৬১] কখনো এসেছে তিন তাকবীর, আবার কখনো এসেছে নয় তাকবীর।[৬২] মূলত: বর্ণনাগুলো ‘মুযত্বারাব’ হিসাবে যঈফ। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও বক্তব্যের পরিষ্কার বিরোধী হওয়ায় মুনকার। সে হিসাবেও যঈফ। অতএব তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। ইমাম বায়হাক্বী ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর বর্ণানাগুলো সম্পর্কে বলেন, وَهَذَا رَأْيٌ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَــى أَنْ يُتَّبَــعَ. ‘এটা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদের ‘ব্যক্তিগত রায়’ মাত্র। সুতরাং সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের প্রতি আমল করাই সর্বোত্তম, যার উপর মুসলমানদের আমল চালু আছে’।[৬৩] অতএব এধরনের বর্ণনা কি কখনো গ্রহণযোগ্য হ’তে পারে?

৫৭. *ত্বাহাবী, পৃঃ ৪০১।*
৫৮. *মীযানুল ই‘তিদাল, ৪/৪৮৮।*
৫৯. *তাহযীবুত তাহযীব, ৩/৩১০-৩১১; মীযানুল ই‘তিদাল ২/৮৬।*
৬০. *মীযানুল ই‘তিদাল, ১/৪০-৪১।*
৬১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯।*
৬২. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।*
৬৩. *বায়হাক্বী, ৩/৪১০, হা/৬১৮৫।*

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ:

(١٢) عن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن عباس فى العيد فكبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع ثم قام فى الثانية فقرأ ثم كبر ثلثا ثم كبر فركع.

(১২) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ থেকে বর্ণিত, তিনি একদা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) -এর পিছনে ঈদের ছালাত আদায় করেন। তখন তিনি প্রথম রাক‘আতে চার তাকবীর বলার পর ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বলে রুকূ‘ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতে দাঁড়িয়ে প্রথমে ক্বিরাআত পড়লেন এবং তিন তাকবীর বললেন, তারপর আবার তাকবীর বলে রুকূ‘ করলেন।[৬৪]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: এখানে একজন ছাহাবীর আমল বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র, যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল ও বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী। এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে আরো কয়েক রকম বর্ণনা এসেছে। যেমন- ৭, ৯, **১১**, **১২** ও **১৩** তাকবীর। সনদগত সবই ছহীহ বা হাসান।[৬৫] তবে এর মধ্যে **১২** ও **১৩** তাকবীরের বর্ণনাই সবচেয়ে বেশী। যেমন- বায়হাক্বীতে দু’টি আছার বর্ণিত হয়েছে দু’টিই **১২** তাকবীরের, ৯ তাকবীরের কোন বর্ণনা নেই।[৬৬] ইবনু আবী শায়বাতে ৫টি, আলোচ্য বর্ণনাটি ছাড়া বাকী ৪টিই **১২** বা **১৩** তাকবীরের পক্ষে[৬৭] এবং ত্বাহাবীতে ৪টি এসেছে, যার দু’টি **১২** তাকবীরের পক্ষে আর দু’টি ৯ তাকবীরের পক্ষে।[৬৮] আর এই **১২** বা **১৩** তাকবীরের বর্ণনা সমূহকেই মুহাদ্দিছগণ সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন।[৬৯] যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের সাথে সুন্দর মিল রয়েছে। তাছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে সরাসরি যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার সবই **১২** বা **১৩** তাকবীরের।[৭০] এক্ষণে ইবনু আব্বাস বর্ণিত **১২** বা **১৩** তাকবীরের হাদীছ সমূহই যে সঠিক ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(١٣) عن عبد الله بن الحارث قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكـــبيرات خمـــسا في الاولى وأربعا في الاخرى والى بين القراءتين.

(১৩) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ (রাঃ) বলেন, ঈদের দিনে ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাদের সাথে ছালাত আদায় করলেন। তিনি ৯ তাকবীর দিলেন। প্রথম রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক‘আতে চার তাকবীর। উভয়টি দুই ক্বিরাআতের মাঝে।[৭১]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: এর অবস্থা পূর্বের বর্ণনার ন্যায়। উক্ত বর্ণনার পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য।

(١٤) عن عبد الله بن الحارث قال شهدت ابن عباس كبر فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكـــبيرات والى بين القرائتين قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا الحديث.

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ বলেন, বছরায় আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তাকবীর দিতে দেখেছি। তিনি উভয় রাক‘আতের ক্বিরাআতের পর নয় তাকবীর দিয়েছেন। মুগীরা ইবনু শো‘বাকেও অনুরূপ করতে দেখেছি।[৭২]

৬৪. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।*
৬৫. *দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১-১১২।*
৬৬. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড,পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮০।*
৬৭. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯ ও ৮১।*
৬৮. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১।*
৬৯. (الرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له) -*ইরওয়া ৩/১১২।*
৭০. *ত্বাবরাণী কবীর, ১০/২৯৪; নায়লুল আওত্বার, ৩/২৯৮।*
৭১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৯; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬৮।*
৭২. *মুছান্নাফ ইবনে আব্দুর রাযযাক, ৩য় খন্ড, ২৯৪ পৃঃ; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬৭।*

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: ১২ নং বর্ণনার পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য।

(١٥) قال ابن حزم (عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل) قال كبر ابن عباس يوم العيد فى الركعة الأولى أربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع.

(১৫) ইবনু হাযম বলেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঈদের ছালাতে প্রথম রাক‘আতে চার তাকবীর দিয়ে ক্বিরাআত আরম্ভ করলেন, তারপর রুকূ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে ক্বিরাআত পড়লেন। তারপর রুকূর তাকবীর ছাড়া তিনবার তাকবীর বললেন।[৭৩]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: এই বর্ণনাটি সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই ইবনু হাযম-এর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা সরলপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল। তাছাড়া ইবনু হাযম তো কোন হাদীছ বর্ণনাকারী নন। এর ছহীহ কোন ভিত্তিও নেই।

বিভিন্ন ব্যক্তির নামে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহ:

(١٦) عن أنس بن مالك أنه قال تسع تكبيرات خمس فى الأولى وأربع فى الأخرة مع تكبيرة الصلوة.

(১৬) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ নয় তাকবীর। প্রথমে পাঁচ আর দ্বিতীয় রাক‘আতে চার।[৭৪]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আশ‘আছ অর্থাৎ ইবনু সাওর নামক ব্যক্তি যঈফ।[৭৫] তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের সরাসরি বিরোধী।

(١٧) عن أنس أنه كان يكبر فى العيد تسعا فذكر مثل حديث عبد الله.

(১৭) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদের ছালাতে ৯ তাকবীর দিতেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর ন্যায় উল্লেখ করেন।[৭৬]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনারও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। কারণ আনাস (রাঃ) থেকে তাকবীরের ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

(١٨) عن الحسن قال تسع تكبيرات خمس فى الأولى وأربع فى الأخرة مع تكبيرة الصلوة.

(১৮) হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ নয় তাকবীর। প্রথমে পাঁচ আর দ্বিতীয় রাক‘আতে চার।[৭৭]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনা যঈফ। এর সনদে দুইজন দুর্বল রাবী আছে। আশ‘আছ অর্থাৎ ইবনু সাওর নামক ব্যক্তি যঈফ।[৭৮] অন্যজন রাওহু ইবনু আত্বা আবী মায়মুনা। ইবনু মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে মুনকার বলেছেন।[৭৯] একজন তাবেঈ বিদ্বানের মন্তব্য মাত্র। এরও ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ছহীহ হাদীছের মুকাবেলায় এ ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

৭৩. *ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯০; ই'লাউস সুনান (হাশিয়া), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮।*
৭৪. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২।*
৭৫. *আওনুল মা‘বূদ, ৪/৮।*
৭৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৮০; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৬৯।*
৭৭. *ত্বাহাবী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২।*
৭৮. *আওনুল মা‘বূদ, ৪/৮।*
৭৯. ضعفه ابن معين وقال أحمد منكر الحديث *-মীযানুল ই‘তিদাল ২/৬০ পৃঃ।*

(١٩) عن ابن جريج قال ثنا يوسف بن ماهك اخبرنى إن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا سوى تكبيرتين للركعتين سمع ذلك منه زعم.

(১৯) ইবনু জুরাইজ বলেন, ইউসুফ ইবনু মাহেক আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু যুবাইর রুকূর দুই তাকবীর ছাড়াই চার তাকবীর দিতেন। তার ধারণা তিনি হয়ত তার কাছ থেকে শুনেছেন।[৮০]

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটি ধারণা প্রবণ, যা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এই যঈফ বর্ণনা নিয়ে টানা হিঁচড়া করা উচিত নয়। তাছাড়া এটি দুর্বল বর্ণনার আংশিক। একে গ্রহণযোগ্য বলার প্রশ্নই আসে না।

(٢٠) عن إبراهيم النخعى قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون فى التكبير على الجنائز لاتشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعًا- واخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسًا واخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعًا إلا سمعته فاختلفوا فى ذالك فكانوا على ذالك حتى قبض أبوبكر فلما ولى عمر ورأى اختلاف الناس فى ذالك شق ذالك عليه جدًا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم مارأيت ياأمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر بل أشيروا أنتم على- فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذالك.

(২০) ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন লোকেরা জানাযার ছালাতের তাকবীরের ব্যাপারে মতবিরোধ করছিল। (এমন হয়েছিল যে) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি যেন শুনতে পাচ্ছ কেউ বলছে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাত তাকবীর বলতে শুনেছি। কেউ বলছে, পাঁচ তাকবীর বলতে শুনেছি। কেউ বলছে, আমি চার তাকবীর বলতে শুনেছি। এভাবেই তুমি যেন তাদের মতানৈক্যের কথা শুনছ। লোকেরা এই মতভেদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যু হ'ল। অতঃপর যখন ওমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন তখন এ সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখে তিনি বড় দুঃখিত হ'লেন। তারপর তিনি কতিপয় ছাহাবীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী, তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতানৈক্য কর, তবে তোমাদের পরবর্তীগণও মতানৈক্য করবে। আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাক, তাহ'লে তোমাদের পরবর্তীগণও তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এ সম্পর্কে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর। এভাবে ওমর (রাঃ) যেন তাদেরকে ঘুম থেকে জাগালেন। ফলে তারা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিন। তার উত্তরে তিনি বললেন, বরং তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। কেননা আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। অতঃপর তারা পরস্পর পরামর্শ করে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করলেন যে, জানাযার তাকবীর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার তাকবীরের মত চার তাকবীরে হবে। এভাবে তাদের মাঝে ইজমা হয়ে গেল।[৮১]

৮০. *তাহাবী, পৃঃ ৪০১; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে আংশিক বর্ণিত হয়েছে- ৩/২৯১, হা/৫৬৭৬; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃঃ ৭০।*
৮১. *ত্বাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬ 'জানাযার তাকবীর' অনুচ্ছেদ।*

গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ: উক্ত বর্ণনাটি কেবল ইমাম ত্বাহাবী বর্ণনা করেছেন, অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে স্থান পায়নি। এটা যে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এটি একটি কাহিনী মাত্র। একে দলীল হিসাবে পেশ করাই অন্যায়। **প্রথমত:** এর সনদে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলায়মান নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইবনুল জাওযী বলেন, মুগীরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন।[৮২] ইমাম বায়হাক্বী তাকে যঈফ বলেছেন।[৮৩] মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ বলেন, সে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিল। শেষ কার্যক্রমে এলোমেলো করে ফেলেছে। আর সে ছিল মুর্জিয়া।[৮৪] ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানীও অনেক ত্রুটি উল্লেখ করেছেন। যদিও কেউ কেউ তার পক্ষে শিথিলতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন।[৮৫]

দ্বিতীয়ত: ইবরাহীম নাখঈর সাথে ওমর (রাঃ)-এর কোনদিনই সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি কিভাবে ওমর (রাঃ)-এর বিষয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন? ইমাম বুখারীর শিক্ষক আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন,

إِنَّهُ لَمْ يَلْحَقْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্য হ'তে কারোরই সাক্ষাৎ পাননি'। আবু হাতিম বলেন,

لَمْ يَلْحَقْ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلاَّ عَائِشَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا وَأَدْرَكَ أَنَسًا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

'তিনি আয়েশা (রাঃ) ছাড়া ছাহাবীদের কারো সাথেই সাক্ষাৎ পাননি, তবে আয়েশা (রাঃ) থেকে তিনি কিছু শুনেননি। এছাড়া তিনি আনাসকেও পেয়েছেন কিন্তু তাঁর থেকেও কিছু শুনেননি'।[৮৬]

অতএব এই কাহিনী নিঃসন্দেহে মিথ্যা। কথিত ইজমা প্রমাণ করার জন্যই এই মিথ্যা কাহিনী রচনা করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বের দু'টি বর্ণনাতে বলা হয়েছে, জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর হবে। আর এই কাহিনীতে বলা হ'ল- ঈদের তাকবীরের ন্যায় জানাযার তাকবীর হবে। প্রকাশ্য বিরোধী বক্তব্য। এর দ্বারা আরো প্রমাণিত হ'ল যে, শুধু ঈদের তাকবীরই নয়, জানাযার তাকবীরেও সংশয় রয়েছে। এক্ষণে বুঝা গেল ঈদের তাকবীরও বিতর্কিত জানাযার তাকবীরও বিতর্কিত। তাহ'লে কোন বর্ণনাকে কার উপর ক্বিয়াস করবে?

সুতরাং উক্ত বর্ণনা যেমন উদ্ভট ও বানাওয়াট, তেমনি ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইজমা হওয়ার রচিত কাহিনীও ডাহা মিথ্যা। কারণ ওমর (রাঃ)-এর সময় তো দূরের কথা আজ পর্যন্ত হেজাজ তথা মক্কা-মদীনায় **১২** তাকবীর ছাড়া অন্য কোন প্রকার আমলের অস্তিত্ব নেই। এই জঞ্জাল তো কেবল কূফা ও বছরায় সীমাবদ্ধ ছিল। এরপরও এর দ্বারা ছয় তাকবীর প্রমাণিত হয়নি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ হাদীছ থাকতে এ সমস্ত কল্পিত কাহিনী কি গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে? এজন্যই আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন,

فَالْحِكَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ مَوْقُوْفَةٌ لاَ يَجُوْزُ الْاِحْتِجَاجُ بِهَا لاَ سِيَّمَا.

'সুতরাং এই বিচ্ছিন্ন কাহিনী দ্বারা দলীল গ্রহণ করা কখনোই জায়েয হ'তে পারে না'।[৮৭]

---

৮২. إِنَّ الْمُغِيْرَةَ كَذَّبَهُ -*বায়হাক্বী ৩/৪১১, হা/৬১৮৬-এর টীকা দ্রঃ।*
৮৩. *বায়হাক্বী হা/ ৩/৪১১।*
৮৪. كَانَ ضَعِيْفًا فِى الْحَدِيْثِ وَاخْتَلَطَ فِيْ آخِرِ أَمْرِهِ وَكَانَ مُرْجِئًا-*বায়হাক্বী হা/৬১৮৬-এর টীকা দ্রঃ।*
৮৫. *মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৫; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ১৭৮।*
৮৬. *মির'আত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১।*
৮৭. *মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭।*

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন ছাহাবী, তাবেঈ ও ব্যক্তি বিশেষ থেকে আরো কতিপয় ভিত্তিহীন বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সেগুলো থেকেও সাবধান থাকতে হবে। মূলতঃ এ সমস্ত বর্ণনা থাকা আর না থাকা একই সমান (إِنَّ وُجُوْدَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ)

ইজমার দাবী ও তার ভিত্তি:

ইজমা ইসলামী শরী'আতের কোন দলীল নয়। ছাহাবায়ে কেরামের পর কেউ ইজমা দাবী করতে পারে না। কোন ব্যক্তি, গোত্র বা দল কোন বিষয়ের উপর ইজমা দাবী করলে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যত হবে। সুতরাং ছাহাবীদের যুগের পর ইজমার দাবী তোলার অধিকার কারো নেই। কারণ তাঁদের পর ইজমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, مَنْ ادَّعَى الْاِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ 'যে ব্যক্তি ইজমার দাবী করে সে মিথ্যাবদী'।[৮৮]

তাছাড়া যে বিষয়ে শরী'আতের স্পষ্ট বিধান রয়েছে সে বিষয়ে ইজমা করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন ঈদায়েনের তাকবীরের ব্যাপারে বহু সংখ্যক ছহীহ হাদীছ রয়েছে এ বিষয়ে ইজমার প্রয়োজন হবে কেন? কথিত ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই বলেই ইজমার দাবী তোলা হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, এই ইজমা করল কে বা কারা? ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা মুসলিম উম্মাহর জন্য গ্রহণীয়। কিন্তু তাঁরাও তো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণে **১২** তাকবীরে ছালাত আদায় করেছেন। ফলে তারা ছয় তাকবীরের ইজমা করেননি; প্রয়োজনও হয়নি, প্রশ্নই উঠে না। পরবর্তীতে যদি ইজমা হয়েও থাকে তাহলে সৌদী-কুয়েতসহ বিভিন্ন দেশে কিভাবে **১২** তাকবীর চালু আছে? এ কেমন ইজমা? ওমর (রা)-এর সময়ে ইজমা হয়েছে বলে ত্বাহাবীতে যে বর্ণনাটি এসেছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সুতরাং ইজমার দাবী অমূলক।

দুর্ভাগ্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহা পবিত্র ও অভ্রান্ত শরী'আতকে নিশ্চহ্ন করে নিজেদের রচিত যে কোন আমলকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইজমার দাবী তুলা হচ্ছে যত্রতত্র । বিশেষ করে ওমর (রাঃ)-এর নামে বহু বিষয়ে ইজমার দাবী তোলা হয়েছে। যেমন তারাবীহর ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তাই বিশ্ববিখ্যাত মহামনীষী, লেখনী জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিপ্লবী সংস্কারক নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) উক্ত জঘন্য নীতির প্রতিবাদ করে বলেন,

مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَظُنُّ أَنَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَذْهَبٍ أَوْ أَهْلُ قُطْرِهِ هُوَ إِجْمَاعُ وَهَذِهِ مُفْسِدَةٌ عَظِيْمَةٌ.

'মাযহাবপন্থী আলেমগণের ধারণা হ'ল, মাযহাবের অনুসারীগণ অথবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা কোন বিষয়ে একমত পোষণ করলেই, সেটা ইজমা হয়ে যাবে। অথচ এটা এক মহাবিপদাত্মক বিভ্রান্তি'।[৮৯]

এক নযরে বর্ণনাগুলোর পর্যালোচনা:

চার ও নয় তাকবীর সম্পর্কে উপরে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হ'ল সেগুলো সবই মূলতঃ কূফা ও বছরা কেন্দ্রীক। আশা করি সচেতন মহল সহজেই উপলব্ধি করেছেন। এই আমল অন্য কোথাও চালু ছিল না। আর ঐ অঞ্চল সমূহে যে সমস্ত ছাহাবী সফর করেছেন এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন, কেবল তাঁদের নামেই অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। সেকারণ বর্ণনাগুলোর মধ্যে পরস্পর সুন্দর মিলও রয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত ছাহাবী কি আদৌ রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী আমল করতেন? এর নিশ্চয়তা দিবে কে? ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস, জাবির, ইবনু যুবাইর, মুগীরা, হুযায়ফা, আবু মূসা

---

৮৮. *ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১৭৫।*
৮৯. *ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ মিন কাশফে মাতালিব ছহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাহ ১/৩ পৃঃ; আলবানী ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭২-৭৩।*

আল-আশ'আরী এবং আনাস (রাঃ) প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে কূফা ও বছরাতে সফর করেছেন বা গভর্ণর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।[৯০] মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকের মুহাক্কিক্ব তাই বলেন, 'ছাহাবীদের মধ্য থেকে মাত্র পাঁচজন তথা ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস, জাবির, ইবনু যুবাইর ও মুগীরা ৯ তাকবীরের কথা বলেছেন। আর তিনজন ছাহাবী ইবনু মাসঊদের পদাংক অনুসরণ করেছেন মাত্র। তারা হলেন, হুযায়ফা, আবু মূসা ও আবু মাস'ঊদ (রাঃ)।[৯১]

আর হাসান বছরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আবু হানীফা সেখানকারই বাসিন্দা। বিশেষ করে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নাম দিয়ে বর্ণনা করার অন্যতম কারণ হ'ল- তিনি সেখানে কিছুদিন ক্বাযীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সাথে প্রায় সকল বর্ণনাতেই কূফা-বছরার কথা উল্লেখিত হয়েছে। রিজালশাস্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উক্ত বর্ণনাগুলোর সনদে উদ্ধৃত রাবীগণ অধিকাংশই কূফা-বছরার অধিবাসী। যেমন প্রথম বর্ণনাতে বছরার আমলের কথা এসেছে। মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ[৯২] ও মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক-এর[৯৩] বর্ণনা থেকেও অনুরূপ কূফা ও বছরা কেন্দ্রীক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাই ইমাম তিরমিযী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর নামে বর্ণিত মত উল্লেখ করে বলেন, وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُـــفْيَانُ الثَّـــوْرِىُّ 'আর এটা কূফাবাসীর বক্তব্য এবং সুফিয়ান ছাওরীরও একই মত'।[৯৪]

এক্ষণে তর্কের খাতিরে কেউ যদি বর্ণনাগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলতে চান তাহলে সেগুলো যে কূফা-বছরা কেন্দ্রীক এবং এই আমল যে কেবল সেখানেই চালু ছিল তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া যে সমস্ত ছাহাবী সেখানে বিভিন্ন কারণে গমন করেছেন কেবল তাদের নামেই যে সেগুলো বর্ণিত হয়েছে তাও স্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ উক্ত বর্ণনাগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ যে চূড়ান্ত সমালোচনা করেছেন সেটাও পরিষ্কার। তাহলে একজন নিরপেক্ষ মুমিন রাসূলের আমল গ্রহণ করবেন, না কতিপয় ছাহাবীর আমল গ্রহণ করবেন? চার খলীফা সহ অন্যান্য ছাহাবীর আমলকে প্রাধান্য দিবেন, না কতিপয় ছাহাবীর অস্থায়ী ও স্থানিক আমলকে প্রাধান্য দিবেন? পবিত্র মক্কা-মদীনা সহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলকে প্রাধান্য দিবেন, নাকি শুধু কূফা-বছরাকে প্রাধান্য দিবেন? আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমিক হিসাবে এবং আখেরাতে বিশ্বাসী মুমিন হিসাবে এ বিষয়ে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার সামনে সবই পরিষ্কার।

ইমাম ত্বাহাবী ও তাঁর শারহু মা'আনিল আছার সম্পর্কে দু'টি কথা:

হাদীছের ইমামগণের কেউই প্রচলিত কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না; বরং তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ করতেন এবং তার ভিত্তিতেই ফায়ছালা দিতেন। মূলত তাঁরা ছিলেন প্রকৃত মুজতাহিদ। কিন্তু ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১) ছিলেন উক্ত নীতির ব্যতিক্রম। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন পরিচিত ফক্বীহ ও প্রকৃত সমর্থক ছিলেন। শাফেঈ মাযহাবে জন্ম নিলেও তিনি তার মামার উপর রাগান্বিত হয়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।[৯৫] ফলে তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আছারে' তার মাযহাবী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটি তার হাদীছ বা আছার সমূহের সংকলন গ্রন্থ হ'লেও মূলতঃ তা ব্যাখ্যা গ্রন্থ। কারণ তিনি ব্যাখ্য দিয়ে মাসআলা সাব্যস্ত করেছেন এবং যেকোনভাবে নিজের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তিনি এমন কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যা অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কোন মুহাদ্দিছ

৯০. *দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১৬৯, ৮/৩০২, ৯/৯৪; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১/৮৩. ১৬৫, ২৮০ ও ২৮৯।*
৯১. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৪-৯৫ পৃঃ-এর টীকা দ্রঃ।*
৯২. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭।*
৯৩. *মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/২৯৪, হা/৫৬৮৭।*
৯৪. *তিরমিযী, পৃঃ ১১৯।*

তা গ্রহণ করেননি, বর্ণনাও করেননি। সেই সাথে অধিকাংশ মাসআলায় তিনি ক্বিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন এবং ভিত্তিহীনভাবে যত্রতত্র ইজমার দাবী তুলেছেন। এ কারণে হানাফী মাযহাবের মূল গ্রন্থ বলে জনশ্রুতি থাকলেও মুহাদ্দিছগণের নিকট তা সমাদৃত হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য বলেও বিবেচিত হয়নি। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হিঃ)-এর বক্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার বুঝা যায়,

لَيْسَتْ عَادَتُهُ نَقْدَ الْحَدِيْث كَنَقْد أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِهَذَا رَوَى فِىْ شَرْحِ مَعَانِى الْآثَار الْأَحَادِيْثَ الْمُخْتَلِفَةَ وَإِنَّمَا يُرَجِّحُ مَايُرَجِّحُهُ مِنْهَا فِىْ الْغَالِب مِنْ جِهَة الْقِيَاسِ الَّذِىْ رَاهُ حُجَّةً وَيَكُوْنُ أَكْثَرُهَا مَجْرُوْحًا مِنْ جِهَة الْإِسْنَاد لاَيُثْبَتُ وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِذلك فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَعْرِفَتُهُ بِالْإِسْنَادِ كَمَعْرِفَة أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيْرَ الْحَدِيْث فَقِيْهًا عَالِمًا.

'মুহাদ্দিছগণের সনদ বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতার ন্যায় ইমাম ত্বাহাবীর মধ্যে হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের অভ্যাস ছিল না। আর সেকারণ তিনি তার 'শারহু মা'আনিল আছারের' মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ তিনি তাতে সে সমস্ত বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন যেগুলো ক্বিয়াসের সংস্পর্শে প্রাধান্যযোগ্য, যাকে তিনি দলীল মনে করেছেন। অথচ সেগুলোর অধিকাংশই সনদগত ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ক্ষত-বিক্ষত। এ জন্য তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না, পেশ করাও যায় না। মূলতঃ মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম জ্ঞানের ন্যায় তার সনদগত জ্ঞান ছিল না । যদিও তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনাকারী ফক্বীহ আলেম ছিলেন'।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনু আবী শায়বাহ (রহঃ) কূফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাই তার গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কূফা কেন্দ্রীক অসংখ্য আমল, যা ছহীহ হাদীছের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনুরূপভাবে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকেও রয়েছে এ ধরনের অসংখ্য বর্ণনা। কারণ হিসাবে বলা যায়, শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তার বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তিনি শী'আ মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৯৭] অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মত তারা কোনরূপ বাছবিচার করেননি।

অতএব সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ ছহীহ বুখারী-মুসলিম কিংবা কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেদের মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার হীন স্বার্থে কেবল ত্বাহাবীকে প্রাধান্য দেওয়া মোটেও উচিত নয়। যেমনটি ঈদের ছালাতের তাকবীরের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এছাড়া শরী'আতের কোন মাসআলা পেশ করতে গিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স না দিয়ে কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রচিত গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করাও অন্যায়। এটা সাধারণ জনগণের সাথে মিথ্যা প্রতারণা মাত্র। পাঠক সমাজকে অবশ্যই এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

যঈফ ও জাল হাদীছ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়:

যে হাদীছ যঈফ, জাল কিংবা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে সে হাদীছ দ্বারা শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ শরী'আত সর্বপ্রকার ত্রুটির ঊর্ধ্বে, এখানে দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অভ্রান্ত ও চিরন্তন বিধান, যা যাবতীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে *(সূরা হিজর ৯; নাহল ৪৪; আন'আম ১১৫)*। নির্ভরযোগ্য নয় এমন ফাসিক ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করতে

৯৫. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১১/১৮৬।*
৯৬. *ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাহ কুরতুবাহ, ১৪০৬), ৮/১৯৫-১৯৬; দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ, ৫/৫১।*
৯৭. عَمِىَ فِىْ آخر عُمْره فَتَغَيَّرَ وَكَـــانَ يَتَـــشَيَّعُ - *তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪০৬৪, পৃঃ ৩৫৪-এর টীকাসহ দ্রঃ; ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাদিউস সারী মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৫৮৮।*

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিষেধ করেছেন *(হুজুরাত ৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন একাধিক হাদীছে। চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবী এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। শীর্ষস্থানীয় আপোষহীন মুহাদ্দিছগণও তাঁদের পথ অবলম্বন করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হলেন মুহাদ্দিছ জগতের শিরোমণি। তাঁরা উভয়েই সম্পূর্ণরূপে যঈফ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেজন্য তাদের গ্রন্থে যঈফ হাদীছ স্থান পায়নি। উল্লেখ্য যে, অনেকে দাবী করে থাকেন জাল ও যঈফ হাদীছ আমল করা যাবে। উক্ত দাবী অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ হাদীছ জাল প্রমাণিত হলে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে তা প্রত্যাখ্যাত।

ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন, وهُوَ إِجمَاعٌ ضِمْنِىٌّ آخرُ عَلَـــى تَحْــرِيْمِ الْعَمَــلِ بِالْمَوْضُـــوْعِ. 'জাল হাদীছের প্রতি আমল করা ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে বিশেষ হারাম'।[৯৮] আহকাম, আক্বীদা, ফযীলত, ওয়ায-নছীহত কিংবা উৎসাহ ও সতর্কতা যে জন্যই জাল হাদীছ বর্ণনা করা হোক মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা তা হারাম, কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِىْ تَحْرِيْمِ الْكَذْبِ عَلَيْه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمَا لَاحُكْمَ فِيْه كَالتَّرْغِيْـــبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالْمَوَاعِظِ وَغَيْرِذَلِكَ فَكُلُّهُ حَرَامٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

'শারী'আতের আহকাম তাছাড়াও উৎসাহ, ভীতি, উপদেশসহ যেকোন বিষয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মিথ্যারোপ করা হোক তা হারাম। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম, বৃহৎ কাবীরা গোনাহ সমূহ ও জঘন্য কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত'।[৯৯]

যায়েদ বিন আসলাম বলেন, مَنْ عَملَ بخَبْرٍ صَحَّ أَنَّهُ كذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ. 'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম'।[১০০]

যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি কেউ কেউ শিথিলতা প্রদর্শন করলেও প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযাম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন। এখানেই নিহিত রয়েছে জাতীয় ঐক্য।

সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْه شَرْطُ الْبُخَارِىِّ فِىْ صَحِيْحِه وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخرَاجِهِمَا فِىْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

'স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ

---

৯৮. ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাস্ক: মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১/৩৩২।
৯৯. ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম ১/৮ পৃঃ, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩২৪ পৃঃ; তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৯০।
১০০. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩ পৃঃ।

হাদীছ বর্ণনা না করাও তার প্রমাণ'।[১০১]

ইমাম আবু হাতেম ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) পরিস্কারভাবে বলেন,

ما رُوِىَ الضَّعِيْفُ وَمَا لَمْ يُرْوِ فِىْ الْحُكْمِ سيان أَنَّهُ لاَيُعْمَلُ بِخَبْرِ الضَّعِيْفِ وَأَنَّ وَجُوْدَهُ كَعَدَمِه.

'যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা হোক বা না করা হোক, হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান। অর্থাৎ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায় না। নিশ্চয়ই এর অস্তিত্ব থাকা- না থাকার মতই'।[১০২]

ইবনুল আরাবী মালেকী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) বলেন, إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ بِـــهِ مُطْلَقًـــا. 'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[১০৩]

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রনেতা, শায়খ আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمدَ فِىْ الشَّرِيْعَة عَلَى الأَحَادِيْث الضَّعِيْفَة الَّتِىْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً.

'শরী'আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি'।[১০৪]

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠচিত্তে বলেন,

وَهَذَا وَالَّذِىْ أُدَيِّنُ اللهَ به وَأَدْعُوْ النَّاسَ إِلَيْه أَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَ يُعْمَلُ بِه مُطْلَقًا لاَفِىْ الْفَـــضَائِلِ وَالْمُسْتَحَبَّات وَلاَ فِىْ غَيْرِهِمَا.

'এ জন্যই আমি আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাই এবং মানুষকেও আমি এদিকেই আহ্বান করি যে, যঈফ হাদীছের উপর কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না। না ফযীলতের ক্ষেত্রে, না মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়েও না'।[১০৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ به اتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِـــنْ ذَلِـــكَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْث الضَّعِيْف فِىْ الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأتِىَ بِدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ.

'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব'![১০৬]

তাছাড়া মুহাদ্দিছগনের অন্যতম মূলনীতি হল, যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্বোধন করা যাবে না।[১০৭] মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত

---

১০১. আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফুনূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিন হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।
১০২. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৪।
১০৩. হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৭-৪৮ পৃঃ।
১০৪. ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।
১০৫. ছহীহুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫০; যঈফুল জামে' আছ-ছগীর, ভূমিকা দ্রঃ ১/৪৫ পৃঃ।
১০৬. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।
১০৭. দেখুন: ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।

মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে বলা যায় না। এমনকি কোন ছাহাবী তাবেঈর নামেও বর্ণনা করা যায় না। তাহ'লে কোন বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট। মোটকথা যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম ঐক্যের মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[১০৮]

ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত বই সম্পর্কে দু'টি কথা:

মাননীয় লেখক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) আল-হাদীছ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। 'হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' শিরোনামে লিখিত বইয়ে সম্মানিত লেখক ঈদের তাকবীর সংক্রান্ত হাদীছগুলোর সনদ যাচাই করেছেন। হাদীছগুলোর পর্যালোচনা করতে গিয়ে **১২** তাকবীরের পক্ষে ২২ টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৯] আর ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের পক্ষে **১৩** টি।[১১০] কিন্তু তাতে নিরপেক্ষতার সৌন্দর্য নিহত হয়েছে। কারণ ছহীহ ও যঈফের স্তর বিন্যাসে সূক্ষ্ম কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। **১২** তাকবীরের সমস্ত মারফূ' হাদীছকে যঈফ বলা হয়েছে এবং যে হাদীছগুলো বেশী যঈফ সেগুলোকে প্রথম থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশষ করে আমর ইবনু শু'আইব ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত **১২** তাকবীরের সর্বাধিক ছহীহ হাদীছকেও যঈফ বলা হয়েছে এবং সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আছারকে ছহীহ বলা হলেও তা আলোচনার শেষে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমর ইবনু শু'আইব বর্ণিত **১২** তাকবীরের হাদীছকে শেষ পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এক সময় তাকে হাসান বলা হয়েছে। যেমন- 'আমর ইবনু শু'আইবের বর্ণনাকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করা যেতে পারে'।[১১১] হাদীছগুলোর উপর সুবিচার করা হয়নি। যা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

পক্ষান্তরে ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের বর্ণনাগুলোকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। যা কাম্য ছিল না। এরপরেও ৬ তাকবীরের কোন বর্ণনা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'হযরত ইবনু আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিও ইবনু মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবীগণের ন্যায় ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বলতেন'।[১১২] এতে আমরা বিস্মিত হয়েছি যে, বইয়ে শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৯, ৮ ও ৪ তাকবীরের পক্ষে অথচ দাবী করা হয়েছে ৬ তাকবীরের। দুঃখজনক হ'ল, তাহাবীতে বর্ণিত ৩+৩ তাকবীরের বর্ণনাটিও পেশ করা হয়নি। বরং কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে ৬ তাকবীর তৈরির মাধ্যমে স্বচ্ছতা বিদূরিত হয়েছে। একেই বলে স্নায়ুর ক্যান্সার কখনো সারে না। আমরা উক্ত বইয়ের প্রতিটি বর্ণনাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করেছি। তাতে সবই মুনকার, যঈফ, জাল প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে সরাসরি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। তাই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

---

১০৮. *বিস্তারিত দ্রঃ লেখক প্রণীত- 'যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি' বই।*
১০৯. *ঐ, পৃঃ ২৫-৫১।*
১১০. *পৃঃ ৫২-৭০।*
১১১. *পৃঃ ৪৭-এর শেষে।*
১১২. *পৃঃ ৬৮।*

তৃতীয় অধ্যায়

ঈদের তাকবীর সম্পর্কে মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

প্রসিদ্ধ তিন ইমামের বর্ণনা ও আমল:

প্রচলিত মাযহাব সমূহের প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছাড়া বাকী তিন ইমামই **১২** তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন এবং উক্ত মর্মে ফায়ছালা দিতেন।

(১) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাঁর হাদীছ গ্রন্থ 'মুওয়াত্ত্বা'য় **১২** তাকবীরের হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا 'এটাই আমাদের নিকট পালনীয়'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন,

وتَكْبِيْرُ الْعِيْدَيْنِ سَوَاءٌ اَلتَّكْبِيْرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِىْ الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِىْ الْأَخِرَةِ خَمْسًا فِىْ كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ اَلتَّكْبِيْرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

'দুই ঈদের তাকবীর একই রকম হবে। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ। দুই রাক'আতেই ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীর দিতে হবে'।[২] উল্লেখ্য, ইমাম মালেক (রাঃ) **১২** তাকবীর ছাড়া কোন বর্ণনা উল্লেখ করেননি, গ্রহণও করেননি।

(২) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে **১২** তাকবীরের হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন,

وَإِذَا ابْتَدَأَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ كَبَّرَ لِلدُّخُوْلِ فِي الصَّلَاة ثُمَّ افْتَتَحَ كَمَا يَفْتَتِحُ فِي الْمَكْتُوْبَةِ ...ثُمَّ كَبَّرَ سَبْعًا لَيْسَ فِيْهَا تَكْبِيْرَةُ الْافْتِتَاحُ ثُمَّ قَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ فَإِذَا قَامَ فِي الثَّانِيَةِ أَقَامَ بِتَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ ثُمَّ كَبَّرَ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ.

'যখন ইমাম দুই ঈদের ছালাত শুরু করবেন তখন ছালাতে প্রবেশের জন্য তাকবীর দিবে। অতঃপর ছালাত শুরু করবেন যেমন ফরয ছালাত শুরু করেন।... অতঃপর সাত তাকবীর দিবেন। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা থাকবে না। অতঃপর ক্বিরাআত পড়বেন, রুকূ করবেন এবং সিজদা করবেন। যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবেন তখন তাকবীরসহ দাঁড়াবেন। অতঃপর পাঁচ তাকবীর দিবেন দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়াই'।[৩]

'বাদায়েউছ ছানা'ঈ'র লেখক মাওলানা আলাউদ্দীন আল-কাসানী হানাফী (রহঃ) বলেন,

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِي الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ سِوَى الْأَصْلِيَاتِ.

---

১. আল-*মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১০৮-১০৯।*
২. *মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/২৪৫ পৃঃ; আল-মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১০৯।*
৩. *কিতাবুল উম্ম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫, 'দুই ঈদের ছালাতে তাকবীর' অধ্যায়।*

‘ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, (ঈদের ছালাতে) **১২** তাকবীর দিবে। প্রথম রাক‘আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই’।[৪] ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ سَبْعٌ فِيْ الْأُوْلَى غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَخَمْسٌ فِيْ الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ.

‘ইমাম শাফেঈ বলেন, ঈদের ছালাতে তাকবীর হ’ল, প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক‘আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়া পাঁচ তাকবীর’।[৫]

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে **১২** তাকবীরের হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا ‘আমিও এর প্রতি আমল করি’।[৬] উল্লেখ্য, ইমাম আহমাদ (রহঃ) **১২** তাকবীর ছাড়া এ সংক্রান্ত অন্য কোন বর্ণনা গ্রহণ করেননি। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) **১২** তাকবীরের হাদীছ পেশ করে পর্যালোচনায় বলেন,

وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

‘মালেক ইবনু আনাস, শাফেঈ, আহমাদ এবং ইসহাক্বও এ কথাই বলেন’।[৭]

ইমাম আবু হানীফার দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর আমল ও বক্তব্য:

আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) ও মুহাম্মাদ (৯৪-১৭৯ হিঃ) তাঁদের উসতায ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর যে এক-তৃতীয়াংশ মাসআলার বিরোধিতা করেছেন।[৮] তার অন্যতম হ’ল- ঈদায়নের তাকবীর। তাঁরা উভয়েই **১২** তাকবীরের কথা বলেছেন।

(৪) আবু ইউসুফ সম্পর্কে আল্লামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী হানাফী তার ‘বাদায়েউছ ছানাঈ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إِثْنَتَيْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِيْ الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِيْ الثَّانِيَةِ.

‘আবু ইউসুফ হ’তে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের ছালাতে **১২** তাকবীর দিতেন। তার মধ্যে প্রথম রাক‘আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[৯] হানাফী মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ ‘দুররে মুখতারে’ রয়েছে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ **১২** তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন।[১০]

(৫) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ৪ ও ৯ তাকবীরের প্রচলিত অনেক বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ‘আল-মুওয়াত্ত্বা’ নামক হাদীছ গ্রন্থে **১২** তাকবীরের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে,

৪. *আল-কাসানী, বাদায়েউছ ছানাঈ, ১/৬২০ পৃঃ, ‘তাকবীরাতুল ঈদায়েন’ অধ্যায়।*
৫. *ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম (দেওবন্দ: কুরআন মাজীদ ওয়া ইসলামী কুতুব, ১৯৮৬ খৃঃ), ১/২৯০।*
৬. *মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০, হা/৬৬৮৮।*
৭. *তিরমিযী ১/১১৯-১২০ পৃঃ, হা/৫৩৪-এর আলোচনা।*
৮. *শারহু বেক্বায়াহ-এর মুক্বাদ্দামা (দিল্লী ছাপাঃ ১৩৭২), পৃঃ ২৮।*
৯. *বাদায়িউছ ছানাঈ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২০, ‘তাকবীরাতুল ঈদায়েন’ অধ্যায়।*
১০. *দুররে মুখতার, ৩/৫০।*

قَد اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ التَّكْبِيْرِ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فَمَا أَخَذْتُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ.

‘লোকেরা দুই ঈদের তাকবীর নিয়ে মতভেদ করেছে। ফলে আমি যা গ্রহণ করেছি সেটিই উত্তম’।[১১]

হাদীছের ইমামগণের বর্ণনা ও আমল:

হাদীছের ইমামগণের মধ্যে **(৬)** ইমাম বুখারী, **(৭)** ইমাম মুসলিম ও **(৮)** ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ঈদায়নের তাকবীর সংক্রান্ত কোন হাদীছ তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। তবে **১২** তাকবীরের হাদীছগুলোই যে সর্বাধিক ছহীহ তার পক্ষে তাঁরা জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন এবং এর প্রতি আমল করেছেন।[১২] এছাড়া প্রায় সকল ইমামই তাঁদের হাদীছ গ্রন্থে তাকবীর সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন **(৯)** ইমাম তিরমিযী ও **(১০)** ইমাম ইবনু মাজাহ কেবল **১২** তাকবীরের হাদীছ সমূহ বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত অন্য কোন বর্ণনা তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। **(১১)** ইমাম আবুদাউদ **১২** তাকবীর সংক্রান্ত পরস্পর চারটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি ‘জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর’ মর্মে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। এ বর্ণনাটি তাঁর দৃষ্টিতেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং তা ধর্তব্য নয়। এর ক্রটি সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া **(১২)** ইমাম ইবনু খুযায়মা, **(১৩)** দারাকুৎনী, **(১৪)** হাকেম, **(১৫)** দারেমী, **(১৬)** ইবনুল জারূদ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাদের হাদীছের গ্রন্থ সমূহে শুধু **১২** তাকবীরের হাদীছ সমূহ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত এ সংক্রান্ত অন্য কোন বর্ণনা তাঁরা উল্লেখ করেননি। বলা যায়, অন্য বর্ণনাগুলো তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। **(১৭)** ইমাম বায়হাক্বী তার ‘সুনানুল কুবরা’ গ্রন্থে প্রথমে **১২** তাকবীর সম্পর্কে প্রায় ১৫টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পৃথকভাবে ‘খবরের’ অধ্যায় রচনা করে ‘জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর’ মর্মে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করেছেন এবং যঈফ সাব্যস্ত করত: প্রত্যাখ্যান করেছেন। এছাড়া ৯ বা অন্য কোন সংখ্যা বিষয়ে কিছু বর্ণনা করেননি। **(১৮)** ইবনু আবী শায়বাহ, **(১৯)** আব্দুর রাযযাক্ব ও **(২০)** ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা উল্লেখ করলেও সিংহভাগই **১২** তাকবীরের এবং সেগুলোকে আগে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা ঈদের ছালাতে **১২** তাকবীর দেওয়াই যে সুন্নাত এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মুহাদ্দিছগণের বর্ণনা দেখেই স্পষ্ট হয়। সচেতন মহলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

(২১) ইমাম বাগাভী (৪৩৬-৫১৬হিঃ) বলেন,

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدِ فِيْ الْأُوْلَى سَبْعًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْافْتِتَاحِ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رُوِيَ ذَلِكَ عن أَبِـــيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَقَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

১১. *ইমাম মুহাম্মাদ, আল-মুওয়াত্ত্বা (দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপু, তাবি), পৃঃ ১৪১।*
১২. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ৩/৪০৪ পৃঃ, হা/৬১৭৩; তালখীছুল হাবীর ২/২০০, হা/৬৯১; তাহযীবুত তাহযীব ৫/২৬৫; মীযানুল ই‘তিদাল ২/৪৭৭ পৃঃ।*

وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

'পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধিকাংশ ছাহাবী সহ তাঁদের পরবর্তীদের বক্তব্য ঐ একই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই সাত তাকবীর দিতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়াই পাঁচ তাকবীর দিতেন। এটাই আবুবকর, ওমর, আলী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। মদীনাবাসীরও এই বক্তব্য। ইমাম যুহরী, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, ইমাম মালেক, আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-এরও এই বক্তব্য'।[১৩]

(২২) ১২ তাকবীরের আমল যে অতি ব্যাপক এবং তা যে সর্বত্র ও সর্বমহলে চালু ছিল তা হাফেয ইরাক্বীর বক্তব্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন,

(إنه يكبر فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الثانية خمسا قبل القرءة) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال وهو مروى عن عمر وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وجابر وابـــن عمر وابن عباس وأبى أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وقول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق.

(রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন) এটা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও ইমামগণের অধিকাংশের বক্তব্য। তিনি আরো বলেন, এই **১২** তাকবীরের হাদীছ ওমর, আলী, আবু হুরায়রাহ, আবু সাঈদ, জাবের, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু আইউব, যায়েদ বিন ছাবেত, আয়েশা প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মদীনার সাতজন বিশিষ্ট ফক্বীহ, ওমর বিন আব্দুল আযীয, যুহরী, মাকহূল প্রমুখেরও এই বক্তব্য। ইমাম মালেক, আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্বও ঐ একই কথা বলেছেন'।[১৪]

(২৩) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬১১-৭২৮ হিঃ)-কে ঈদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

أَمَّا التَّكْبِيْرُ فِى الصَّلَاةِ فَيُكَبِّرُ الْمَأْمُوْمُ تَبْعًا لِلْإِمَامِ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَالْأَئِمَّةِ يُكَبِّرُوْنَ سَبْعًا فِى الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِى الثَّانِيَةِ.

'ঈদের ছালাতে ইমামের অনুসরণে মুক্তাদী তাকবীর দিবে। ছাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের অধিকাংশই প্রথম রাক'আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১৫]

---

১৩. *শারহুস সুন্নাহ ৪/৩০৯, হা/১১০৬।*
১৪. *আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০, হা/১১৫০- এর আলোচনা দ্রঃ।*
১৫. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ২২০।*

(২৪) ইমাম শাওকানী ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিষয়ে দশ প্রকারের বর্ণনা পেশ করেছেন। অতঃপর **১২** তাকবীর সংক্রান্ত প্রথম প্রকারের পক্ষে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছেন এবং অন্য বর্ণনাগুলোর বিভিন্ন ত্রুটি বর্ণনা করে শেষে বলেছেন, وَأُرَجِّحُ هَذِهِ الْأَقْوَالَ أَوَّلَهَــا 'উপরিউক্ত বক্তব্য সমূহের মধ্যে আমি প্রথমটিকে (**১২** তাকবীর) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি'।[১৬]

(২৫) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ فِى الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ.

'সুন্নাত হ'ল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর ছাড়াই সাত তাকবীর দেওয়া এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ও রুকূর তাকবীর ছাড়াই পাঁচ তাকবীর দেওয়া'।[১৭]

(২৬) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটির উপর আলোচনা করে বলেন,

وَأَمَّا ثِنْتَا عَشَرَ تَكْبِيْرَةً فَجَائِزَةٌ عِنْدَنَا فَإِنَّ فِى الْعِنَايَةِ أَنَّ أَبَا يُوْسُفَ أَتَى بِهَا حِيْنَ أَمَرَهُ هَـــارُوْنُ الرَّشِيْدُ وَلَايَتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أُوْلِى الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ عِنْدَهُ كَيْفَ اتَّبَعَهُ وَ إِنْ كَانَ وَالِى الْأَمْرِ فَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ قَائِدٌ يَجُوْزُهَا وَأَيْضًا فِىْ الْهِدَايَةِ لَوْ زَادَ الْإِمَامُ التَّكْبِيْرَاتِ عَلَى السِّتَّةِ يَتَّبِعُهُ إِلَى ثِنْتَىْ عَشَرَ تَكْبِيْرَةً فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ وَلَقَدْ صَرَحَ محمد فى المؤطـــا ص ١٤٠ بِجَوَازِهَا فَإِنَّهُ قَالَ وَمَا أَخَذْتُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ.

'আমাদের নিকট **১২** তাকবীর দেওয়াও জায়েয। কারণ 'এনায়াতে' এসেছে যে, আবু ইউসুফ এর প্রতি আমল করেছেন। যখন খলীফা হারূনুর রশীদ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ যেন এমন সন্দেহ না করে যে, তিনি শাসক ছিলেন তাই করেছেন। কারণ তার নিকট যদি নাজায়েযই হত তাহলে তিনি কিভাবে তার অনুসরণ করেছেন? যদিও তিনি শাসক ছিলেন তবুও একথা বলা অপরিহার্য যে **১২** তাকবীর জায়েয। আর 'হেদায়া'তেও রয়েছে যে, ইমাম যদি ৬ তাকবীরের বেশী **১২** তাকবীর দেন তবুও জায়েয। এই কথায় **১২** তাকবীর জায়েয প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মাদও তার 'আল-মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থে জায়েয হওয়ার পক্ষে পরিস্কার করেছেন। (**১২** তাকবীরের হাদীছ গ্রহণ করে) তিনি বলেছেন, 'আমি যা গ্রহণ করেছি সেটাই উত্তম'।[১৮]

---

১৬. *নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৩০০।*
১৭. *ইমাম নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৫/১৫।*
১৮. *আল-আরফুশ শাযী, ১/১১৮।*

(২৬) ঈদের ছালাতে **১২** তাকবীর দিতে হবে কেন মর্মে সঊদী আরবের জাতীয় ভিত্তিক ফাতাওয়া বোর্ডকে প্রশ্ন করা হ'লে বোর্ড প্রধান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) -এর নেতৃত্বে অন্যান্য সদস্যগণ এ মর্মে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করেন যে,

مَا شَرَعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا مِنَ التَّكْبِيْرِ ستَّ تَكْبِيْرَات أَوْ سَبْعَ تَكْبِيْرَات بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى مِنْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَخَمْسَ تَكْبِيْرَات قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ .. فَعَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِتَشْرِيْعِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْتَسْلِمَ لَهُ وَنَسْمَعَ وَنُطِيْعَ.

'ছালাতুল ঈদায়নের তাকবীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হ'ল- প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার পর সাত অথবা ছয় তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর।.. অতএব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত শরী'আতের প্রতি ঈমান আনা, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য'।[১৯]

উপরিউক্ত আলোচনায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হ'ল, রাসূল (ছাঃ), চার খলীফা, ছাহাবায়ে কেরাম, ওমর বিন আব্দুল আযীয সহ অন্যান্য তাবেঈ, প্রসিদ্ধ তিন ইমাম, ইমাম আবু হানীফার প্রধান দুই শিষ্য সহ হাদীছের ইমামগণ সকলেই **১২** তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন এবং উক্ত মর্মে ফায়ছালা প্রদান করতেন। মূলতঃ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই **১২** তাকবীরের আমলই চালু ছিল। অতঃপর মাযহাবী কোন্দল ও প্রশাসনিক দাপটে ৬ তাকবীরের এই ভিত্তিহীন রেওয়াজ কেবল কূফা-বছরাতে চালু হয়। তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তবে হিজায তথা মক্কা-মদীনায় এর অস্তিত্ব ছিল না, আজও নেই। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে ছয় তাকবীরের এই ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর মানুষ কেন আমল করছে? এক কথায় এর উত্তর হ'ল, মাযহাবী গোঁড়ামী ও 'মাযহাব মানা ফরয' এই ঐতিহাসিক মিথ্যা কৌশলের কারণে। তাই কুরআন-হাদীছে থাক বা না থাক, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক মাযহাবে চালু আছে বলেই করা হচ্ছে। কুরআন-হাদীছে পারদর্শী ব্যক্তিও তাই করে যাচ্ছেন। এছাড়া 'হানাফী মাযহাবের লোকসংখ্যাই বেশী', 'আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী অন্যদের সাথে তো পার্থক্য থাকবেই', 'মাযহাব ছাড়া ইসলাম মানা যায় না' এসমস্ত মিথ্যা বেসাতী করে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি আমল করা হ'তে বিরত রাখা হচ্ছে। অথচ এ সমস্ত কূটচালের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

১৯. *ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়েমা লিল বহূছিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা (রিয়াযঃ মুওয়াসসাসাতুল আমীরাহ, ২০০২/১৪২৩), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০০, ফৎওয়া নং ১৭৩২।*

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষণে আল্লাহর বান্দা হিসাবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী হিসাবে আল্লাহর বিধানকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করার মহান লক্ষ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী কোন্‌টি গ্রহণ করবে? রাসূলের হাদীছের প্রতি আমল করবে, না কোন ব্যক্তির অনুসরণ করবে? চার খলীফা সহ অন্যান্য সকল ছাহাবীর আমলকে প্রাধান্য দিবে, না কতিপয় ছাহাবীর অস্থায়ী আমলকে প্রাধান্য দিবে? অহি নাযিলের পবিত্র ভূমি মক্কা-মদীনার আমলকে প্রাধান্য দিবে, না কূফা-বছরার আমলকে প্রাধান্য দিবে? ছহীহ হাদীছ সমূহকে অগ্রাধিকার দিবে, না ক্রটিপূর্ণ যঈফ ও জাল হাদীছকে প্রাধান্য দিবে? সকল মুহাদ্দিছ যে হাদীছ গ্রহণ করেছেন তাকে প্রাধান্য দিবে, না কতিপয় ব্যক্তি যাকে গ্রহণ করেছেন তাকে প্রাধান্য দিবে? দলীলকে আঁকড়ে ধরবে না দলকে আঁকড়ে ধরবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবে না ইমাম বা নেতার সন্তুষ্টি চাইবে? এই কথাগুলোর জবাব হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ফায়সালা পেলে অন্য কোথায় সিদ্ধান্ত তালাশ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দিলে সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীর ইচ্ছাধীন কিছু করার অধিকার নেই' *(আহযাব ৩৬)*।

উপসংহারঃ

নিবন্ধের সমাপ্তিলগ্নে সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা- মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই নিঃশর্তভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে। আর মানুষের রচনা করা অন্য সকল কিছুকে নির্দ্বিধায় পরিহার করবে। অনুসণীয় ব্যক্তি হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এবং অনুসরণীয় মাযহাব হিসাবে সরাসরি তাঁর মাযহাবকে আঁকড়ে ধরবে, অন্য কোন ব্যক্তি ও ইমাম এবং তার মাযহাবকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে মারবে। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন মহল ধর্মের নামে অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছে আরো করবে। তাই সে শুধু রাসূলের দেওয়া বিধানের অনুসরণ করবে আর অন্য সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে অসংখ্য মনগড়া মিথ্যা হাদীছ রচনা করবে এটাও তাঁর অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী। তাই মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই কেবল ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে আর অন্য সব জাল-যঈফ ও উদ্ভট-কল্পিত কাহিনী বর্জন করবে। এক শ্রেণীর আলেম নিজেদের রচিত মিথ্যা তথ্য দ্বারা মানুষকে আহ্বান করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে এটাও তাঁর অশনি সংকেত। তাই সতর্কতার সাথে স্পষ্ট দলীলসহ প্রকৃত আলেমের আহ্বানে সাড়া দিবে আর অন্যদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পশ্চাতে নিক্ষেপ করবে। মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই নির্ভরযোগ্য হাদীছের গ্রন্থ সমূহ হ'তে ছহীহ দলীল গ্রহণ করবে, অন্য কোন দল ও মাযহাব ভিত্তিক রচিত যাবতীয় গ্রন্থ সমূহকে পরিত্যাগ করবে। ঈদের তাকবীর সহ শরী'আতের অন্যান্য সকল বিষয়কে উক্ত মানদণ্ডে পরিমাপ করলে কোন প্রকার সমস্যা থাকতে পারে না; বরং এই একটি বিষয় থেকে শিক্ষা নিলে ইনশাআল্লাহ অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্য সব দূর হয়ে যাবে। পরিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই আসুন! দল ও গোষ্ঠীগত যাবতীয় জঞ্জাল পরিহার করে আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত অভ্রান্ত বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সরাসরি ফায়ছালা গ্রহণ করি এবং আত্মিক প্রশান্তিতে আমল করি ও জান্নাত লাভে ধন্য হই। যেভাবে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে মাযহাবী দলাদলি সৃষ্টির পূর্বের শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণ সমাধান নিয়ে আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

পরিশিষ্ট

ঈদের ছালাতের কতিপয় যরূরী জ্ঞাতব্য

(১) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার পর থেকে ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। আর ঈদুল আযহার সময় ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিন ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর ছালাতের পর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে। মহিলারাও নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ করবে।[২০] তাকবীরের শব্দাবলী নির্দিষ্ট নেই। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) পড়েছেন, ‘আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ’।[২১]

(২) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেয়ে ঈদ মাঠে যাবে। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে না খেয়ে যাবে এবং ছালাতের পর অথবা নিজ কুরবানীর গোস্ত বা কলিজা দ্বারা প্রথম নাস্তা করবে।[২২]

(৩) ঈদের ছালাত খোলা মাঠে পড়া সুন্নাত।[২৩] বৃষ্টি বা অন্য কোন বিশেষ সমস্যা ছাড়া মসজিদ যত বড়ই হোক সেখানে ঈদের ছালাত হবে না। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের ছালাত কখনো মসজিদে পড়েননি। বরং মসজিদে নববীর মত বিশাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার সামনে খোলা স্থানে ঈদের ছালাত পড়তেন।[২৪] বৃষ্টির কারণে তিনি একবার মসজিদে পড়েছিলেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ যঈফ।[২৫] উল্লেখ্য, ঈদের মাঠে ছাদ দেওয়া বা তাবু টানানো কিংবা সাজসজ্জা করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

(৪) মহিলারা ঈদ মাঠে গিয়ে পুরুষদের পিছনে বা পার্শ্বে পৃথক জায়গায় পর্দাসহ ছালাত আদায় করবে। এটাই ইসলামের স্বাভাবিক বিধান।[২৬] ঈদ মাঠে একান্ত কোন সমস্যা থাকলে বাড়ীতে কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি বা ছেলের ইমামতিতে তারা ঈদের ছালাত পড়ে নিবে।[২৭]

(৫) ঈদ মাঠে গিয়ে ছালাতের জন্য ডাকাডাকি করা, ছালাতের পূর্বে আলোচনা করা, বক্তব্য দেওয়া নিষিদ্ধ। বরং সকলে নিজ নিজ তাকবীর, তাসবীহ পাঠ করবে।[২৮]

(৬) ছালাতের শুরুতে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা সুন্নাত বিরোধী। যেমনটি কোন কোন স্থানে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে নিয়ত বলে থাকেন। বরং প্রত্যেকে মনে মনে সংকল্প করবে।

---

২০. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭১-৭২ পৃঃ; মুহামেলী ২/১৪২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২১ পৃঃ।*
২১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫ পৃঃ।*
২২. *ছহীহ বুখারী হা/৯৫৩, ১/১৩০; মিশকাত হা/১৪৩৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৫৪২, ১/১২০ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪৪০; বায়হাক্বী হা/৬১৬০ ও ৬১৬১, ৩/৪০১ পৃঃ; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৪৯।*
২৩. *ছহীহ বুখারী হা/৯৫৬, ১/১৩১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৪২৬।*
২৪. *মির‘আত ৫/২২ পৃঃ।*
২৫. *যঈফ আবুদাঊদ হা/১১৬০; মিশকাত হা/১৪৪৮।*
২৬. *ছহীহ বুখারী হা/৯৭৪, ১/১৩৩ পৃঃ।*
২৭. *ছহীহ বুখারী, ‘দুই ঈদের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৫, তরজমাতুল বাব দ্রঃ ১/১৩৪।*
২৮. *ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৯; মিশকাত হা/১৪৫১।*

(৭) ঈদের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাবে।[২৯]

(৮) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই প্রথম রাক‘আতে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ৫ তাকবীর বলবে। এর পক্ষে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সরাসরি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। বিশেষ করে আমর ইবনু শু‘আইব থেকে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই ১২ তাকবীর মর্মে ছহীহ হাদীছ এসেছে। এই হাদীছ ইবনুল জারূদ, দারাকুৎনী, বায়হাক্বী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যাকে ইমাম নববী, খত্বীব বাগদাদী, ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, আলবানী প্রমুখগণ ছহীহ বলেছেন। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে ১ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।[৩০] তবে এ সংক্রান্ত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত দারাকুৎনীর হাদীছটি যঈফ।[৩১]

উল্লেখ্য, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর আমল বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমাসহ ১২ তাকবীর দিতেন। এছাড়া ইবনু আব্বাস থেকে ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩ তাকবীরের বক্তব্যও এসেছে। শায়খ আলবানী এগুলোর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমাসহ ১২ তাকবীরকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলেছেন। উক্ত বক্তব্য যথাযথভাবে অনুধাবন না করে অনেকে বলেন, তাকবীরে তাহরীমাসহ ১২ তাকবীরই দিতে হবে। কিন্তু উক্ত দাবী ত্রুটিপূর্ণ। কারণ শায়খ আলবানী মূলতঃ ইবনু আব্বাসের বিভিন্ন ধরণের বক্তব্যের মধ্যে ১২ তাকবীরকে সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন মাত্র। রাসূল (ছাঃ)-এর মারফূ‘ হাদীছ সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেননি। তার হুবহু বক্তব্য হ’ল,

وَالرِّوَايَةُ الْأُوْلَى أَصَحُّ عِنْدِىْ لِجَلَالَةِ عَطَاء وَحِفْظِهِ وَمُتَابِعَةِ عَمَّارٍ لَهُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُّقَالَ أَنَّ الرِّوَيَاتَ كُلَّهَا صَحِيْحَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

‘আত্বার মর্যাদা, স্মৃতিশক্তি ও তার ধারাবহিকতায় আম্মার থাকার কারণে আমার নিকট প্রথম বর্ণনাটি সর্বাধিক ছহীহ। যদিও বলা যায়, ইবনু আব্বাসের সমস্ত বর্ণনাই ছহীহ’।[৩২] এটা একজন ছাহাবীর আমল মাত্র। মারফূ‘ সূত্রে এর পক্ষে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ছহীহ হাদীছ থাকতে ছাহাবীর আমলের দিকে ফিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সে জন্য শায়খ আলবানী পূর্বে মারফূ

---

২৯. *ফিরইয়াবী, সনদ ছহীহ মওকূফ ২/১৩৬ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩ পৃঃ।*
৩০. *ইমাম নববী বলেন,* حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا صَحِيْحٌ *‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাঃ)-এর এই হাদীছ ছহীহ। ইমাম নববী, আল-মাজমূঊ ৫/১৬ পৃঃ; ইবনু তুরকুমানী বায়হাক্বীতে বর্ণিত আমর ইবনু শু‘আইব-এর হাদীছের টীকায় বলেন,* حديث عمرو بن شعيب أصح منه *‘অন্য হাদীছের চেয়ে আমর ইবনু শু‘আইবের হাদীছই সর্বাধিক ছহীহ’- বায়হাক্বী ৩/৪০৫ পৃঃ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং শায়খ আলবানীর নিকটও উক্ত হাদীছ ছহীহ। কারণ তারা উভয়েই উক্ত হাদীছ ছহীহ বলে বর্ণনা করে ইবনুল জারূদ ও দারাকুৎনীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন -তালখীছুল হাবীর ২/২০০ পৃঃ, হা/৬৯১। আর ইবনুল জারূদের মুনতাক্বায় কেবল একটিই হাদীছই এসেছে। সেখানে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই ১২ তাকবীরের কথা রয়েছে। দারাকুৎনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ -ইরওয়াউল গালীল ৩/১০৮-১০৯ পৃঃ। সুতরাং আমর ইবনু শু‘আইবের হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ।*
৩১. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৬৮ পৃঃ।*
৩২. *ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২ পৃঃ।*

হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ছাহাবীগণের আছার উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনু আব্বাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করেছেন। এখানে জটিলতার কিছু নেই। **দ্বিতীয়তঃ** হাদীছে ক্বিরাআতের পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর দিতে বলা হয়েছে। আর তাকবীরে তাহরীমা হয় ছানার পূর্বে, ক্বিরাআতের পূর্বে নয়। সুতরাং তাকবীরে তাহরীমা পৃথক বিষয়। **তৃতীয়তঃ** এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমাসহ **১২** তাকবীর বলেছেন। তবে ইমাম শাফেঈ, ইসহাক্ব, আওযাঈসহ হাদীছের ভাষ্যকারগণ অধিকাংশই তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই **১২** তাকবীর বলেছেন। যেমন ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী, মিশকাতুল মাছাবীহর ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, বলূগুল মারামের ব্যাখ্যাকার ইমাম ছান'আনী, ফিক্বহুস সুন্নাহ প্রণেতা আল্লামা সাইয়িদ সাবিক প্রমুখ। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও এদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে এ নিয়ে যিদের কিছু নেই। প্রাধান্যযোগ্য আন্তরিকতা অপরিহার্য। তাই সঊদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড উভয়টির পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ছহীহ হাদীছের দিকে অনুগামী করুন- আমীন!!

(৯) ঈদের খুৎবা হবে একটি। ঈদের খুৎবা সংক্রান্ত হাদীছগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় রাসূলের খুৎবা একটিই ছিল।[৩৩] খুৎবার মাঝে বসে দুই খুৎবা দেওয়ার কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। এ সম্পর্কে যে ক'টি বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলোই যঈফ।[৩৪] শায়খ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, ঈদের দুই খুৎবার ব্যাপারে রাসূলের পক্ষ থেকে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। এটা জুম'আর খুৎবার উপর ভিত্তি করে চালু হয়েছে। ইমাম নববীও তাই বলেছেন।[৩৫] উল্লেখ্য, ইমাম নাসাঈ জুম'আর দুই খুৎবার হাদীছ ঈদের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। অথচ উক্ত হাদীছ কোন মুহাদ্দিছ ঈদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেননি। ঐ হাদীছ সকলেই জুম'আর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] সুতরাং এই হাদীছ দিয়ে ঈদের দুই খুৎবার দলীল পেশ করা সঙ্গত হবে না। তাই শায়খ আলবানী এর প্রতিবাদ করে বলেন, 'নিশ্চয়ই এটা জুম'আর খুৎবার বিষয়'।[৩৭] খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত।[৩৮]

(১০) ঈদের ছালাতের পরে মুনাজাতের নামে যে প্রথা চালু আছে শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। খুৎবার পরে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় ঈদ মাঠে বসেছেন-এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩৯]

---

৩৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/১৪৯২; ছহীহ মুসলিম হা/২০৪৮; মিশকাত হা/১৪২৯।*
৩৪. *যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২৮৯, পৃঃ৯১; দ্রঃ মির'আত ৫/২৭ পৃঃ।*
৩৫. لَيْسَ فِيْه أَنَّهَا خُطْبَتَان كَالْجُمُعَة وَأَنَّهُ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَد مُعْتَبَـــر وَلَـــمْ ضَعِيْفٌ غَيْرَ مُتَّصِلٍ-*ইমাম নববীর বক্তব্য*; وَإِنَّمَا صَنَعَهُ النَّاسُ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَة-*মির'আত ৫/২৭ পৃঃ;* يَثْبُتْ فِى تَكْرِيْرِ الْخُطْبَة شَيْئٌ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيْه الْقِيَاسُ عَلَى الْجُمُعَة-*আল-খুলাছাহ, মির'আত ৫/২৭ পৃঃ।*
৩৬. *ছহীহ মুসলিম হা/১৯৯৪-৯৬; ছহীহ নাসাঈ হা/১৪১৭-১৮, 'জুম'আ' অধ্যায়।*
৩৭. ان ذلك فى خطبة الجمعة-*তাহক্বীক্ব ইবনু মাজাহ হা/১২৮৯।*
৩৮. *ছহীহ আবুদঊদ হা/১১৪৫।*
৩৯. *ছহীহ বুখারী হা/৯৭৭, ১/১৩৩; মিশকাত হা/১৫৩৯; মির'আত ৫/৩১ পৃঃ।*

বরং খুৎবার মধ্যেই ইমাম সকলের জন্য দু'আ করবেন। এ সময় মুক্তাদীগণ ইমামের দু'আয় আমীন আমীন করবে।[৪০]

(১১) ঈদ মাঠে পরস্পরের সাথে কুলাকুলি করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই।

(১২) ঈদ পড়ার পর কবর যিয়ারত করারও কোন ভিত্তি নেই। এই বিদ'আতী অভ্যাস সত্বর পরিত্যাজ্য।

(১৪) ঈদের দিনে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হ'লে বলবে, 'তাক্বাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থঃ 'আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এবং তোমার পক্ষ থেকে কবুল করুন'। ছাহাবায়ে কেরাম এই দু'আ বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাতেন।[৪১] উল্লেখ্য, এই দু'আর স্থলে 'ঈদ মোবারক' বলা উচিত নয়।

(১৫) ঈদের খুশির নামে গান-বাজনা বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মেলায় যাওয়া ইত্যাদি যাবতীয় জাহেলী কর্মকাণ্ড হারাম।

জ্ঞাতব্যঃ ঈদায়নের মাসায়েল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'মাসায়েলে কুরবানী' বই।

---

৪০. *এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত, পৃঃ ৯৬-৯৮।*
৪১. *ফাৎহুল বারী ৩/৫৬৭ পৃঃ, হা/৯৫১-এর আলোচনা দ্রঃ; সনদ হাসান, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, ৩৫৪-৫৫।*